শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী।

শ্রীপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভু-প্রণীত 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' নামক
প্রবন্ধ এবং তাহার বিবিধ সমালোচনা প্রভৃতি।)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ
কর্তৃক সঙ্কলিত।

তৎকর্তৃক ২৪ পরগণা, পৃথিবা,
হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীমানযা[illegible] শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৭।
বঙ্গাব্দ ১৩০৯।

মূল্য ।৷০ আট আনা মাত্র।

কলিকাতা

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,

কালিকা-ষ্টীম্-মেসিন-প্রেসে

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন।

গত ১৩০৬ সালের ৩১শে বৈশাখ তারিখের 'বঙ্গবাসী'-পত্রিকায় কলিপাবনাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংস প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' শীর্ষক একটি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির প্রকাশের উদ্দেশ্যও উক্ত পত্রিকারই সম্পাদকীয়-স্তম্ভে এইরূপ বিবৃত হইয়াছিল। যথা:-

কোন কোন মহাজন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে অধুনা শূদ্র প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। বলেন, "ঈশ্বরপুরী,—ব্রাহ্মণবংশাবতংস শ্রীগৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু ছিলেন। ব্রাহ্মণ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শূদ্রের নিকট হইতে যখন মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন অদ্য আমি 'আচারো-বিনয়ো-বিদ্যা' ইত্যাদি নবধাগুণসম্পন্ন শূদ্র হইয়া, ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিতে কেন না সক্ষম হইব? অতএব শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শূদ্র হওয়াই একান্ত আবশ্যক।" গরজ বড় বালাই! পুঁথিতে 'শুদ্ধাধম' পাঠ থাকিলেও তাহাকে 'শূদ্রাধম' বলিয়া পড়িতে হইবে! কিন্তু দুঃখ এই,—শূদ্রাধম-পাঠ সংযোজিত হইলেও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শূদ্র বলিয়া প্রমাণীকৃত হইলেন না! পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী যে ব্রাহ্মণ, তাহা বিশদ ও অকাট্য যুক্তির দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন।

এই প্রবন্ধটি উপলক্ষ্য করিয়া, নানা মহাত্মার পত্রে, সংবাদ-পত্রে ও সাময়িক-পত্রে বৈষ্ণববৃন্দের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয় সমালোচিত হয়। সেগুলি একত্রে প্রকাশিত হইলে অনেকেরই বিশেষ উপকার হইবে ভাবিয়া, আমি উক্ত সমালোচনাসমূহের সহিত প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম।

পূজ্যপাদ অতুলকৃষ্ণপ্রভু তাঁহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাখ্যা ও বক্তব্যের ৭১।২।২১ অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

'ক্ষুদ্রাধম'—ক্ষুদ্র অপেক্ষাও অধম অর্থাৎ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। এই স্থানে 'ক্ষুদ্রাধমের' পরিবর্ত্তে কেহ কেহ 'শূদ্রাধম' পাঠ কল্পনা করিয়া কহেন যে, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী জাতিতে 'শূদ্র' ছিলেন। তাঁহাদিগের কথা যে কতদূর ভ্রান্তিমূলক, তাহা মৎপ্রণীত 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

কিন্তু আমি এই গ্রন্থ প্রকাশ করায়, অপ্রয়োজন-বোধে, তিনি আর পৃথক্ রূপে উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন না।

অতুলকৃষ্ণপ্রভুর প্রবন্ধই এই গ্রন্থের প্রাণ; সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধের নামেই গ্রন্থের নামকরণ হইল—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করাও, এইরূপ নামকরণের অন্যতর উদ্দেশ্য

এই গ্রন্থের সর্ব্বপ্রথমেই অতুলকৃষ্ণপ্রভুর প্রবন্ধ, তৎপরে ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনুকূল মত, তদনন্তর প্রতিকূল মত, তাহার পরে ঐ প্রতিকূল মতের প্রতিবাদ, তদবসানে অচ্যুতবাবুর প্রবন্ধ এবং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী সম্বন্ধে সাধারণের মত প্রকাশিত হইল।

অনুকূল মতের ভিতরে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রভুপাদ গোকুলচন্দ্র গোস্বামী ও অচ্যুতচরণ চৌধুরী, মহাশয়ত্রয়ের পত্র এবং বসুমতী-পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বিজয়কৃষ্ণপ্রভুর এই পত্রই তাঁহার জীবনের শেষ পত্র। এই পত্র লিখিবার পর, আর তাঁহাকে লেখনী ধারণ করিতে হয় নাই, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বিজয়কৃষ্ণপ্রভু ও অচ্যুতবাবুর পত্র দুইখানি ২৮শে জ্যৈষ্ঠের বঙ্গবাসী এবং গোকুলচন্দ্র প্রভুর পত্রখানি ৭ই শ্রাবণের বঙ্গবাসী হইতেই সংগৃহীত।

প্রতিকূল মত একটিমাত্র। প্রতিকূল মতের প্রতিবাদ দুইটি,—গৌড়েশ্বর-বৈষ্ণবের প্রবন্ধ এবং কৃষ্ণহরি গোস্বামী মহাশয়ের পত্র। পত্রখানি অতুলকৃষ্ণপ্রভুর নিকট হইতেই পাইয়াছিলাম।

প্রতিকূল মতের লেখক—শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব। তাঁহার বক্তব্য (১৩০৬, জ্যৈষ্ঠ মাসের) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গৌড়েশ্বর-বৈষ্ণবের প্রবন্ধ ও কৃষ্ণহরি গোস্বামী মহাশয়ের পত্র পাঠ করিলেই অপূর্ব্ববাবুর প্রতিবাদের অসারতা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

অপূর্ব্ববাবুর এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমারও দুই-একটি কথা বলিবার আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে,'ক্ষুদ্রাধম' পাঠ কোন পুঁথিতেই দেখিতে পান নাই, তাঁহাকে 'ক্ষুদ্রাধম' পাঠ দেখাইতে পারিলে, তিনি বড় বাধিত হইবেন, এবং যেহেতু ক্ষুদ্র ও অধম-শব্দ একার্থবাচী, সুতরাং 'ক্ষুদ্রাধম' শব্দটি দ্বিরুক্তি-দোষে দুষ্ট।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ ও কৃষ্ণহরি গোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রাচীন পুঁথিতে 'ক্ষুদ্রাধম' পাঠ দেখিতে পাইলেও, অপূর্ব্বকৃষ্ণবাবুই যে কেন দেখিতে পাইলেন না, এ কথার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে না পারিলেও, আমি তাঁহাকে সাহসের সহিতই বলিতে পারি যে, তিনি অতুলকৃষ্ণপ্রভুর (১১ নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন, সিমুলিয়া-স্থিত) ভবনে যাইয়া, অথবা সেখানে যাইবার যদি কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে হাবড়া রামকৃষ্ণপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রোহিণীনন্দন দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া, 'ক্ষুদ্রাধম' পাঠ দেখিয়া আসিতে পারেন।

'ক্ষুদ্রাধম' শব্দটি দ্বিরুক্তি-দোষে দুষ্ট,—অপূর্ব্ববাবুর এ সিদ্ধান্তটি

অতীব অপূর্ব্ব! তাঁহার এই সিদ্ধান্তই তাঁহার ব্যাকরণজ্ঞান ও দূরদর্শিতার প্রতি বিশেষ সন্দেহ উৎপাদন করিয়া দিয়াছে। ব্যাকরণশাস্ত্রে "সমাস' বলিয়া যে একটা-কিছু আছে, তাহা জানা থাকিলে, তাঁহার লেখনীমুখে কখনই ঐরূপ কথা নিঃসৃত হইত না!

অপূর্ব্ববাবুকে জিজ্ঞাসা করি,—পাণ্ডবগীতা দেখিয়াছেন কি? কৃপাচার্য্য কহিতেছেন,—

"ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ!"

এস্থলে দেখিতে পাই,—'পরিচারক' ও 'ভৃত্য' শব্দ একার্থ-বাচী। অপূর্ব্ববাবুর মতে এটি দ্বিরুক্তি-দোষে দুষ্ট বলিয়া কৃপাচার্য্যের মস্ত ভুলই বলিতে হইবে,—না, ইহার অর্থ-পরিগ্রহের প্রকৃত চেষ্টা করিতে হইবে?

অপূর্ব্ববাবুকে আরও জিজ্ঞাসা করি,—শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের 'চর্পট-পঞ্জরিকা' পড়িয়াছেন কি? তাহাতে তিনি বলিতেছেন,—

"ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা,
গঙ্গা-জল-লব-কণিকা পীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারি-সমর্চ্চা,
তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চ্চা॥"

এই শ্লোকেও দেখিতে পাই,—একার্থবাচী 'লব' ও 'কণিকা' শব্দ একত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। এটি শঙ্করাচার্য্যের ভুল না কি? শ্রীভাগবতেও—"অনুজানীহি নৌ ভূমংস্তবানুচর-কিঙ্করৌ"—

এরূপ স্থলেও একার্থবাচী 'অনুচর' ও 'কিঙ্কর' শব্দের একত্র প্রয়োগ দেখা যায়। এটিও কি বেদব্যাসের ভুল বলিতে হইবে?

আর এক কথা,—তিনি অমরকোষের নানার্থবর্গ হইতে যে প্রমাণবচনটি উদ্ধৃত করিয়া আপন পাণ্ডিত্য প্রখ্যাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই বচনের মধ্যস্থিত 'অধম' শব্দটির 'অধন' পাঠান্তর আছে। মেদিনীকোষেও 'অধন'ই পাঠ। সুতরাং উক্ত স্থলে 'অধম'শব্দটি সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। অমরকোষের ঐস্থানের টীকা দেখিলেই তিনি আমার বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাহার পর, ঐ অমরকোষেরই নানাস্থানে ঐ অধম-শব্দেরই' নানা অর্থ অভিহিত থাকিতে, এই স্থলের অর্থই যে কেন স্বাকার করিতে হইবে, অপূর্ব্ববাবুর তাহার হেতু-নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। বোধ হয়, এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

অচ্যুতবাবুর প্রবন্ধে পুরীপাদের জীবনলীলা অতি সুন্দররূপেই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার এই প্রবন্ধমধ্যেই প্রথমে পুরী-পাদকে 'শূদ্র' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, পরে অতুলকৃষ্ণপ্রভুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, পুরীপাদকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হয়, তাঁহার প্রবন্ধটি এখন পূর্ণাবয়বই হইয়াছে।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী সম্বন্ধে সাধারণের মতের মধ্যে শ্রীজনার্দ্দন শর্ম্মা ও শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়দ্বয়ের প্রবন্ধের কিয়দংশ এবং অনুসন্ধানপত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের একটি প্রতিবাদ-প্রবন্ধ ও তাহার প্রত্যুত্তর-প্রবন্ধের অধিকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। মহাত্মা জনার্দ্দন শর্ম্মা যে বিকাররোগীর প্রলাপের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, তাহার প্রলাপনিবৃত্তির নিমিত্ত বিদ্রূপের

জাতিই বলেন। আপনি 'ব্রাহ্মণ' প্রতিপন্ন করিয়া লিখিলে কেন না সুখী হইব ?"

সুহৃদ্বরের পত্রের উত্তরস্বরূপে আমি ইহাই বলিতে পারি,—শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে কুত্রাপি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে 'শূদ্রজাতি' লিখেন নাই। আমি যে পুঁথিগুলি অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত সম্পাদন করিয়াছি, তাহার মধ্যে অনেকগুলিই বিশুদ্ধ ও কোন কোন পুঁথি আড়াই-শত বৎসরেরও প্রাচীন। সমস্ত প্রাচীন পুঁথিতেই 'ক্ষুদ্রাধম' পাঠ দেখিয়াছি এবং সুসঙ্গত-বোধে সেই পাঠই রাখিয়াছি। ভাল, 'ক্ষুদ্রাধম' পাঠ না হয় নাই রহিল; স্বীকার করিলাম যে 'শূদ্রাধম'ই প্রকৃত পাঠ; তাহা হইলেও কি পুরীপাদকে 'শূদ্রজাতি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়? আসুন দেখি,—এবিষয়ে একটু বিচার করিয়া দেখা যাক্! শ্রীবৃন্দাবনদাস লিখিতেছেন,—

"হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী।
আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি॥
কৃষ্ণরসে পরম বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময়॥

তান বেশে তানে কেহো চিনিতে না পারে।
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে॥
যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া।
সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কোচিত হৈয়া॥
বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবেতে না লুকায়।
পুনঃপুন অদ্বৈত তাহান পানে চায়॥
অদ্বৈত বোলেন 'বাপ! তুমি কোন্ জন?
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন॥'
বোলেন ঈশ্বরপুরী 'আমি ক্ষুদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাঙ তোমার চরণ'॥"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, ৭ম অধ্যায়।)

শ্রীবৃন্দাবনদাসের এই ত কথা,—"বোলেন ঈশ্বর-পুরী—আমি ক্ষুদ্রাধম।" ইহার পরিবর্ত্তে না হয় বলিলাম,—"বোলেন ঈশ্বরপুরী—আমি শূদ্রাধম।" এই অংশ অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে যে পুরী-পাদকে শূদ্রজাতি বলা যাইতে পারে, তাহা ত আমাদের অল্প বুদ্ধির গোচর হইল না! আমরা ত বুঝি,—এস্থলে "শূদ্রাধম" পাঠ বৈষ্ণব-স্বভাব-সুলভ দীনতারই দ্যোতক। জাতির প্রসঙ্গ এস্থলে আসিতেই পারে না। যদি "বোলেন ঈশ্বরপুরী আমি শূদ্রাধম" ইহার অর্থ এইরূপ করা যায় যে,—"ঈশ্বরপুরী বলিলেন, আমি অতি অধম শূদ্রজাতি,"

তাহা হইলে আমাদের এই কথাটি মনে পড়ে,—"মৃত আসি কহিলেক আমি ত জীবিত!" অর্থাৎ যাহার জীবন নাই, সেই মরা মানুষ আসিয়া বলিল,—'আমি জীবিত!!' যিনি পুরী,—যিনি সন্ন্যাসী,—যিনি সমস্ত বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি নিজ পূর্ব্বাশ্রম বা নাম-ধাম জাতি প্রভৃতি গোপনে রাখিতে শাস্ত্রানুসারে বাধ্য, আজ সেই ঈশ্বরপুরী বলিতেছেন কি?—না 'আমি শূদ্রাধম—আমি অতি অধম শূদ্রজাতি!!' ইহার অপেক্ষা অধিক হাস্যজনক ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে কি?

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু পুরীপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কোন্ জন?'—ইহারই ত উত্তর-স্বরূপে পুরীপাদ বলিতেছেন,—'আমি শূদ্রাধম'? এস্থলে 'শূদ্রাধম' শব্দ জাতিত্বব্যঞ্জক কেমন করিয়া হইবে? কেন না, অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু তাঁহার পরিচয়-প্রদানের পূর্ব্বেই স্বয়ং শ্রীমুখে বলিতেছেন,—"বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন।" সুতরাং শ্রীঅদ্বৈতা-চার্য্যপ্রভু তাঁহাকে 'তুমি কোন্ জাতি?' এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই, ইহা যেরূপ অভ্রান্ত সত্য,

পুরীপাদও যে 'শূদ্রাধম' শব্দ দ্বারা তাঁহার জাতির পরিচয় প্রদান করেন নাই, ইহাও সেইরূপ অভ্রান্ত সত্য। শ্রীমৎ-অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুপাদের ন্যায় এক-জন সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শীর পক্ষে যেরূপ একজন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে 'তুমি কোন্ জাতি?' এরূপ অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অসম্ভব, শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর ন্যায় একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সন্ন্যাসীর পক্ষেও স্বকীয় পূর্ব্বাশ্রম বা জাতির পরিচয় প্রদান করা সেইরূপই অসম্ভব ও অসঙ্গত। 'বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি' এক মহান্ অপরাধের মধ্যে পরিগণিত, তাহা কি আচার্য্যপ্রভু জানিতেন না? * সুতরাং এ স্থলে 'শূদ্রাধম' শব্দের অর্থ এইরূপই বুঝিতে হইবে,—'আমি অতি দীনহীন,—আমি শূদ্র হইতেও অধম,—আমি অতি সামান্য ব্যক্তি।' ফল কথা, শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে 'শূদ্র জাতি' বলিয়াছেন, এ কথা যে আর বলা চলে না, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

---

* "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"—পদ্যাবলী।

"শ্রীবৃন্দাবনদাস ভাগবতে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে 'শূদ্রজাতি' লিখিয়াছেন"—না জানিয়া,—না শুনিয়া, বিশেষ আলোচনা না করিয়া, এরূপ কথা বলা যে অতি গুরুতর অপরাধ, তাহার আর সন্দেহ নাই। শ্রীবৃন্দাবনদাসের বদনে এরূপ কলঙ্কের কালিমা লেপন করা দূরে থাকুক, এরূপ কথা শ্রবণ করিলেও অপরাধী হইতে হয়। কেন না,—"ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপ-ভাক্।" বৃন্দাবনদাস একজন সন্ন্যাসীকে 'শূদ্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বা সেই সন্ন্যাসী পূর্ব্বা-শ্রমে 'শূদ্র' ছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এই কথা বলিবার পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনদাসের গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত আলোচনা করাই সুবিবেচকের উচিত। কেন না, তিনি আলোচনা করিলেই দেখিতে পাই-তেন যে, 'সন্ন্যাসী শূদ্র নহেন বা শূদ্র সন্ন্যাসী হইতে পারেন না' এই কথাই শ্রীবৃন্দাবনদাস পদে পদে প্রচার করিয়াছেন। আমি তাঁহার গ্রন্থ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে দুই-একটি স্থান নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; ধীরতার সহিত সেই স্থানগুলি আলোচনা করিয়া দেখুন দেখি, কি বোধ হয়!

শ্রীবৃন্দাবনদাস লিখিতেছেন—

১। "এই মত আপ্ত বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে।
'শিখা সূত্র ঘুচাইমু' বলিলা আপনে॥"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২৫ অধ্যায়।)

২। "শিখা সূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ।
নমস্কার করে আসি মহামহাভাগ॥"

৩। "যদি কৃষ্ণভক্তিযোগে করিবে উদ্ধার।
তবে শিখা-সূত্র-ত্যাগে কোন্ লভ্য আর॥"

৪। "যদি বোল মাধবেন্দ্র-আদি মহাভাগ।
তাঁরাও করিয়াছেন শিখা-সূত্র-ত্যাগ॥"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।)

উপরি উদ্ধৃত চারিটি অংশের মধ্যে প্রথম অংশটি গ্রন্থকারের নিজের উক্তি এবং অবশিষ্ট তিনটি অংশ মহাপ্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উক্তি। এই কয় স্থানেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গ্রন্থকার 'সন্ন্যাস' শব্দের পরিবর্ত্তে 'শিখা-সূত্র-ত্যাগ' কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন; অর্থাৎ শিখা-সূত্র-ত্যাগই যে সন্ন্যাস, এই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তটি গ্রন্থকার যেরূপ নিজে জানিতেন, সেইরূপ অকপট হৃদয়ে অপরের কাছে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; সুতরাং 'সন্ন্যাস' শব্দের পরিবর্ত্তে 'শিখা-সূত্র-ত্যাগ'

কথাটি ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া বারংবার বলিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, এই সকল অংশ দেখিয়া-শুনিয়াও কি শ্রীবৃন্দাবনদাসের উপর দোষারোপ করিতে পারা যায়?—তিনি সন্ন্যাসীকে 'শূদ্র' বলেন, বা শূদ্র সন্ন্যাসী হইতে পারেন,—এ কথা প্রচার করেন, এরূপ কথা আর বলা চলে কি? আর এক কথা, চতুর্থ-পদ্যাংশের মধ্যে যে 'মাধবেন্দ্র-আদি' শব্দ বিন্যস্ত রহিয়াছে, এই 'আদি' শব্দের অভ্যন্তরে মাধবেন্দ্রশিষ্য 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর' প্রতিমূর্ত্তি কি পরিলক্ষিত হইতেছে না? হঠকারিতা এবং জিগীষা-বৃত্তিকে দূরে রাখিয়া, এ কথাটাও একটু নিরপেক্ষ ভাবে ভাবিয়া দেখুন দেখি, কি বোধ হয়!

সুহৃদ্বর শেষমীমাংসা করিয়াছেন যে, শিশিরবাবু শূদ্রজাতিই বলেন, সুতরাং ঈশ্বরপুরী শূদ্র! আমরা এ কথাটা বেশ ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না। অনেক আচার্য্যপদপ্রার্থী হীনচেতা ও মূর্খ শূদ্র পূর্ব্বোক্ত 'ক্ষুদ্রাধম' পাঠকে 'শূদ্রাধম' করিয়া ব্যাখ্যার কৌশলে নিরক্ষর নরসমূহের নয়নে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকে, এ কথা আমরা জানি। অর্থাৎ তাহারা এইরূপ প্রচার

করে যে,—শ্রেষ্ঠ বৈদিকব্রাহ্মণবংশসমুদ্ভূত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শূদ্রজাতি-সমুৎপন্ন ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তখন আমরাই বা কেন ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিকে দীক্ষিত করার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব? এইরূপ অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়াই, তাহারা একমাত্র ঐ 'শূদ্রাধম' শব্দটিকে অবলম্বন করিয়া, পাপের সাগরে ঝাঁপ দিয়া থাকে। কিন্তু শিশিরবাবুর মত একজন সুশিক্ষিত শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত যে ঐরূপ কোন একটা অসৎ উদ্দেশ্যে ঐরূপ মত প্রচার করিয়াছেন, অর্থাৎ ঈশ্বরপুরীপাদকে 'শূদ্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কখনই হইতে পারে না। তবে শিশিরবাবু ত আর দেবতা নহেন,—তিনি মনুষ্য। ভ্রম-প্রমাদ মানবের নিত্য-সহচর। এ ক্ষেত্রে শিশিরবাবু সেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; অনবধাবনতাপ্রযুক্ত এরূপ কথা বলিয়াছেন বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

ফল কথা, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শূদ্র নহেন কিংবা পূর্ব্বাশ্রমে শূদ্র ছিলেন না এবং শ্রীবৃন্দাবনদাসও যে তাঁহাকে শূদ্রজাতিসম্ভূত বলেন নাই, এ বিষয়ে আর সংশয়ের লেশমাত্র থাকিতে পারে না।

প্রবন্ধ-সম্বন্ধে অনুকূল মত।

(১)

কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুবংশাবতংস ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

নমোঽস্তু শ্রীনিত্যানন্দ-বংশধর-চরণ-সরোজেষু—

অদ্য বঙ্গবাসীতে 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' নামক প্রবন্ধটী শুনিয়া যে কতদূর সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। যখন আমি কলিকাতায় ছিলাম, প্রায়ই দেখিতাম যে, লোকেরা আসিয়া বলিতেছে যে, বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকাতে মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরী যে শূদ্র ছিলেন, তাহাই লেখা হইতেছে। সেই পর্য্যন্ত আমার মনে সর্ব্বদা হইত যে, আমাদের কোন গোস্বামী বংশে কি এমন কেহই নাই যে, এই মিথ্যা এবং ভয়ানক মতের প্রতিবাদ করে! অদ্য আপনার প্রতিবাদ শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। যদি আকাশ ভেঙ্গে পড়ে ও সমুদ্র শুখাইয়া যায়, তথাপি ঈশ্বরপুরী যে শূদ্র ছিলেন, এ কথা কখনই সত্য হইতে পারে না। আপনি যেরূপ যুক্তিযুক্তভাবে প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, তাহা খুব সুন্দরই হইয়াছে। যুক্তিগুলি খুবই অকাট্য হইয়াছে। তথাপি আমি দুই একটী কথা বলি। আপনি যাহা প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তাঁহা যথেষ্ট হইয়াছে; তবে সব দিকেই ঈশ্বরপুরী যে কখনই শূদ্র হইতে পারেন না, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।

৺ মহাপ্রভু যখন গয়াধামে গিয়াছিলেন, সেই স্থানেই ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার প্রকটাবস্থা নয়। আর বর্ণাশ্রমধর্ম্মে থাকিয়া তিনি যে শূদ্রের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিবেন, এ মোটেই সম্ভব হইতে পারে না। গয়াধামে গিয়া, শ্রীঈশ্বরপুরী ব্রাহ্মণ না হইলে, তাঁহার কাছে দীক্ষাগ্রহণ করিবেনই বা কেন? তা ছাড়া গুরুপরম্পরায় শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী বলিয়া লেখা আছে। ঈশ্বরপুরী শূদ্র হইলে মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহাকে শিষ্য করিবেন কেন?

আপনি যে সব যুক্তি দেখাইয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে এই সব অসার ও অন্যায় মত খুব খণ্ডন করা হইয়াছে। এইরূপ ভয়ানক মত যাহাতে প্রশ্রয় না পাইতে পারে, তাহার জন্য আপনারা সবিশেষ চেষ্টিত থাকিবেন। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম লোপ পাইবার মত হইয়াছে; আপনারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষার জন্য না চেষ্টা করিলে আর কারা করিবে? এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম না ডাঁড়ালে, সর্ব্বসাধারণের কখনই মঙ্গল হবে না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষা হইলে যথার্থ সকলের কল্যাণ হইবে। শেষে ৺ মহা-প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, যেন আপনাকে দীর্ঘজীবী করেন ও যেন তাঁর সত্যধর্ম্ম এইরূপ রক্ষা করিতে ও লোককে বুঝাইতে শক্তি দেন।

৺ শ্রীক্ষেত্রধাম।
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

শাস্ত্র ও সদাচার-রক্ষাকারী
সর্ব্বসজ্জনগণের
দাসানুদাস
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

---

(২)

কলিপাবনাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুবংশাবতংস শ্রীপাদ গোকুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন.

বঙ্গবাসীতে তোমার প্রকাশিত 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শূদ্র কিনা' প্রবন্ধটী পড়িয়াছি। প্রবন্ধে 'ক্ষুদ্রাধম' বা 'শূদ্রাধম' পাঠ বিষয়ে এক্ষণে আমি কিছু বলিতেছি না। তবে তুমি যে সকল যুক্তি ও সিদ্ধান্ত করিয়াছ, উহা অতি সুন্দর। যে মর্ম্মে লেখা হইয়াছে. তাহা সুসঙ্গত হইয়াছে। ঈশ্বরপুরী সম্বন্ধে আমারও বক্তব্য এই, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন,—বিশেষতঃ সে সময়ে, সম্ভব নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রতিদিন নমস্কার করিতেন ও তাঁহার সহিত শাস্ত্রপ্রসঙ্গ করিতেন।

"ঈশ্বরপুরীকে নমস্করিবারে চলে।"
"ঈশ্বরপুরীও সর্ব্বশাস্ত্রেতে পণ্ডিত।"

ইত্যাদি শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আরো 'পুরী' এটি ব্রাহ্মণ ভিন্ন শূদ্রাদিতেও সম্ভব নহে। অতএব ঈশ্বরপুরী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ হইতেই পারে না।

শূদ্র দীক্ষাপ্রদান করিতে পারে, এ কথাটি বাস্তবিকই নূতন। ইহা যে বৈষ্ণবশাস্ত্রানুমোদিত, ইহা কখনই নহে। তবে আজকাল বৈষ্ণবশাস্ত্র না জানিয়া, যদি কেহ ঐরূপ বলে, সে বিষয়ে কেবল অজ্ঞতা প্রখ্যাপন মাত্র। ব্রাহ্মণ ভিন্ন, আচার্য্য হওয়া, দীক্ষা প্রদান করা, কাহারই অধিকার নাই। ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্র কি বেদাদি শাস্ত্র মাত্রেরই সিদ্ধান্ত। সদাচারও

এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। অতএব ব্রাহ্মণ ভিন্ন দীক্ষা প্রদান করিতে পারে না। ইহাতে সংশয়মাত্রও নাই। ইতি

১৬১ নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামী।*

(৩)

সুপ্রসিদ্ধ 'বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদকীয়স্তম্ভে লিখিত হইয়াছে,—

"দেশপাবন গুরুদেব ঈশ্বরপুরীকে অনেকে শূদ্র মনে করেন; কেবল মনেই করেন না, সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এ সকল কথা শুনিলে আমাদের হাসি পায়। ঈশ্বর-পুরীর নিবাস হালিসহর—কুমারহট্ট গ্রাম; তিনি ব্রাহ্মণ;—কুলীন ব্রাহ্মণ। আমাদের স্বগ্রামবাসী বলিয়া আমরা এ সংবাদ ঠিক জানি। একবার 'দাসী' নামক মাসিক পত্রিকায় ভক্ত রামপ্রসাদ সেনকে কায়স্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সে চেষ্টাও যেমন হাস্যজনক, পুরীমহাশয়কে শূদ্র প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাও তেমনি হাস্যজনক। এই বিষয় লইয়া গত সপ্তাহের বঙ্গবাসীতে শ্রীমান্ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী একটি সুন্দর সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-মাত্রেই তাহা পাঠ করিবেন, এই আমাদের অনুরোধ।

বসুমতী†, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সাল।

---

* এ স্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে,—এই পূজনীয় প্রভুপাদই শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের সভাপতি।—প্রকাশক।

† এই সময় সুপ্রসিদ্ধ 'উমা' প্রভৃতির গ্রন্থকর্ত্তা সুলেখক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, মহাশয় এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।—প্রকাশক।

(৪)

সর্ব্বজনপ্রিয় বৈষ্ণবজীবনী-লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,---

বঙ্গবাসীতে প্রতিবাদ পাঠে সুখীই হইলাম। নিমাইচরিত গ্রন্থে * যে ভ্রান্ত মত প্রচারিত হইতেছিল, আমার প্রবন্ধের † উপলক্ষে তাহার একটা মীমাংসা হইয়া গেল;---ভালই হইল।

মৈনা
কানাইবাজার
শ্রীহট্ট

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।
১৮ই মে, ১৮৯৯।

প্রবন্ধ-সম্বন্ধে প্রতিকূল মত।

(১)

শ্রীশ্রীগৌরাব্দ ৪১৪, জ্যৈষ্ঠ মাসের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকায় শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব কৃষ্ণ দেব লিখিয়াছেন,—

শ্রীল শিশির বাবু তাঁহার অমিয় নিমাই চরিতে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীকে কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করায় বৈষ্ণব মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, লোকপরম্পরায় এই রূপ শুনা যাইত। সম্প্রতি বঙ্গবাসী নামক পত্রে এই সম্বন্ধে "শ্রীঅতুলকৃষ্ণ

---

* অর্থাৎ শিশিরবাবুর অমিয় নিমাইচরিত গ্রন্থে।—প্রকাশক।

† অচ্যুতবাবু আমাদের প্রার্থনানুসারে তাঁহার ঐ প্রবন্ধ আদ্যোপান্ত সংশোধন এবং দুইটি নূতন অধ্যায় সংযোজন পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রদান করিয়া আনন্দিত করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধও আমরা এই গ্রন্থমধ্যে প্রকাশ করিলাম। প্রবন্ধটি প্রথমে—বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মুখপত্র পল্লীবাসীর ২য় খণ্ড ২০।২১ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।—প্রকাশক।

গোস্বামী” স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী যে ব্রাহ্মণেতর জাতি ছিলেন না তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

তাঁহার প্রথম যুক্তি এই যে, শূদ্রের সন্ন্যাসে অধিকার নাই, শূদ্র পুরী হইবার অযোগ্য। শূদ্রের সন্ন্যাসে অধিকার নাই এক সময়ে এ কথা সত্য ছিল। কিন্তু মহাপ্রভুর সময়ের অনেক পূর্ব্ব হইতেই এই নিয়মের ব্যভিচার ঘটিতে আরম্ভ হয়। কলিকালের নিমিত্ত ধর্ম্মসংহিতার কোন কোন নিয়মের প্রত্যাখ্যাত হইল, তন্মধ্যে সন্ন্যাসও একটা। যথাঃ—

"সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণঃ" ইত্যাদি।

এই বচনাংশটী বৃহন্নারদীয় পুরাণান্তর্গত এবং উদ্বাহতত্ত্বে বিধৃত। কলিতে বৈদিক সন্ন্যাসের বিধি এই বাক্যে প্রত্যাখ্যাত হইয়া যায়। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণও পুরী হইবার অযোগ্য হইলেন। অন্য দেশে যদিও এ নিয়ম সেরূপ প্রভাবিত হইল না, কিন্তু বঙ্গদেশে ইহার বিলক্ষণ প্রভাব রহিল। অথচ ত্যাগীগণ সংসারে আবদ্ধ রহিতে পারেন না। তন্ত্র হইতে তাঁহারা তান্ত্রিক সন্ন্যাসের বিধি খুঁজিয়া বাহির করিলেন। “অবধূতাশ্রমং দেবি কলৌ-সন্ন্যাস মুচ্যতে।” ইত্যাদি শিব বাক্যের উপর আস্থা সংস্থাপন করিয়া আবার সন্ন্যাসের বিধি প্রবর্ত্তিত হইল। এবার একটু উপরন্তু সুবিধা হইল। সে সুবিধা এই যে, ইহাতে সর্ব্ববর্ণেরই সন্ন্যাসে অধিকার জন্মিল। বৈদিক সন্ন্যাসের ন্যায় ইহার নিয়মের কঠোরতা থাকিল না, শাক্ত বামাচারী সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, এই দুই শ্রেণীর সন্ন্যাসী চারিশত বৎসরের অনেক পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে বিরাজ করিতেছিলেন। মালদহ রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে

এখনও বামাচারী শাক্ত সন্ন্যাসীগণের গাদি ও চেলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা গিরি উপাধিধারী। ইঁহারা সৌখিন গিরি নহেন। প্রচলিত প্রথা অনুসারে ইঁহাদিগকে সন্ন্যাসী হইতে হয় ইঁহারা ব্রাহ্মণেতর জাতি হইতেও সন্ন্যাসী চেলা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এইরূপ বৈষ্ণব সন্ন্যাসের প্রথাও বহুকাল হইল প্রচলিত হয়। আমাদের আলোচ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীও বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য দেখিবামাত্রই ইহাকে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। যথা

"হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী।
আইলেন অতি অলক্ষিত বেশধারী॥
কৃষ্ণরসে পরম বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময়॥
তার বেশে তারে কেহ চিনিতে না পারে।
দেবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈতমন্দিরে॥
যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া।
সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কোচিত হইয়া॥
বৈষ্ণবের তেজঃ বৈষ্ণবেরে না লুকায়।
পুনঃ পুনঃ অদ্বৈত তাঁহার পানে চায়॥"

এই পর্য্যন্ত গেল গ্রন্থকারের কথা। ইহাতে পুরী গোস্বামীর বেশ বিন্যাস, স্বভাব চরিত্র অনেকটা বুঝা গেল। তিনি যে বেশে অদ্বৈতমন্দিরে আগমন করিলেন তাহা দেখিয়া কেহ চিনিতে পারেন নাই, তবে বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণবতেজঃ লুকান যায় না। সুতরাং পুরী গোসাঞী অদ্বৈত প্রভুর কাছে তাঁহার বৈষ্ণবতেজঃ লুকাইতে পারিলেন না। ইহার পরে—

"অদ্বৈত বলেন,—বাপ! তুমি কোন জন।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন॥"

ইহা শুনিয়া যে কোন কারণেই হউক পুরী গোসাঞী তাহা অস্বীকার করিয়া বলিলেন ;—

"বলেন ঈশ্বরপুরী—মুঞি শূদ্রাধম। দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ॥"

গোস্বামী মহাশয় এই পয়ারের "শূদ্রাধম" শব্দটি লইয়া অনেক বলিয়াছেন। তাঁহার মতে "শূদ্রাধম" পাঠ কোন হস্ত-লিখিত গ্রন্থে নাই, সকল হস্তলিখিত গ্রন্থেই তিনি "ক্ষুদ্রাধম" পাঠ দেখিয়াছেন। আমরা কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনেক গুলি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত দেখিয়াছি, তাহার কোন পুঁথিতেই "ক্ষুদ্রাধম" দেখি নাই, সকল গুলিতেই "শূদ্রাধম" পাঠ আছে। আরও একখানি ৭০ বৎসরের তুলোট কাগচে ছাপা গ্রন্থ দেখি-য়াছি, তাহাতেও "শূদ্রাধম" পাঠ আছে। যাহাদের ঘরে প্রাচীন শ্রীচৈতন্য ভাগবত পুঁথি আছে, তাঁহারাও উহাতে "শূদ্রাধম" পাঠই দেখিতে পাইবেন হস্তলিখিত কোন প্রাচীন পুঁথিতে প্রবন্ধ লেখক "ক্ষুদ্রাধম" পাঠ দেখাইতে পারিলে আমরা বড়ই বাধিত হইব।

তাহার পর, প্রবন্ধ লেখক মহাশয় যে "ক্ষুদ্রাধম" শব্দ লইয়া বাকবিতণ্ডা করিয়াছেন, তাহা যে আদৌ ব্যবহৃত হয় না, তাহা তাঁহার জানা উচিত ছিল। কারণ অমরকোষে দেখিতে পাই-বেন যে, ক্ষুদ্র ও অধম শব্দ একার্থ বাচী, যথা ;—

"ত্রিষু ক্রূরেঽধমেঽল্পেঽপি ক্ষুদ্রঃ।"

অতএব শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় যে এই দ্বিরুক্তি দোষে

দূষিত শব্দ ব্যবহার করিবেন ইহা হইতেই পারে না। ইহাতেই বোধ হয় "শূদ্রাধম" পাঠই সঙ্গত।

ফলে, বৈদিক সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর আচারে ব্যবহারে অনেক বিভিন্নতা রহিয়াছে। বৈদিক সন্ন্যাসে ব্রাহ্মণেতর জাতির অধিকার নাই ইহা সত্য। কিন্তু বৈষ্ণব সন্ন্যাসে সর্ব্বজাতির সমান অধিকার। তন্ত্র ও প্রচলিত নিয়মই তাহার প্রমাণ: মহানির্ব্বাণ ও অন্যান্য কোন কোন তন্ত্রে এইরূপ বিধি আছে।

লেখকের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নাম শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরার অন্তর্নিবিষ্ট। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও সন্ন্যাসে অধিকার নাই।' শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ইহাই অভিপ্রায়, এমত স্থলে পুরী অবশ্যই ব্রাহ্মণ হইবেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক সময়ে সে নিয়ম ছিল তাহা সত্য, কিন্তু তখন পুরী শূদ্র-সেবকও রাখিতে পারিতেন না। তার পরে নিয়মের কঠোরতা বাড়িল, ব্রাহ্মণের বৈদিক সন্ন্যাস ঘুরিয়া গেল, তান্ত্রিক সন্ন্যাসের দিন পড়িল। তাহাতে সকল বর্ণেরই অবধূতাশ্রমে ওরফে সন্ন্যাসে অধিকার জন্মিল। সে সন্ন্যাসী সর্ব্ববর্ণেরই পূজনীয় হইলেন। শূদ্রও সন্ন্যাসী হইলেন এবং বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরও শূদ্র সেবক রাখা দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইল না। সমাজের এই অবস্থায় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর আবির্ভাব। সুতরাং বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ব্রাহ্মণ বা শূদ্র ছিলেন?

তাঁহার তৃতীয় যুক্তি এই,—পুরী গোসাঞী শূদ্র গোবিন্দকে সেবক রাখার কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। উঠিবার ত কথাই। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী যে ভগবদ্ভক্তি-

রস-ভাবিত-চিত্ত জনৈক ভক্ত রত্ন, এ কথা ত আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় জানিতেন না? ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতের পণ্ডিত, তাহার উপর আবার তর্ক শাস্ত্রে অসাধারণ বুদ্ধিমান্। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী বুঝি বৈদিক পুরী হইবেন। বৈদিক সন্ন্যাসীর ত আর শূদ্র-সেবক রাখিবার বিধি নাই, কাজেই তিনি ভারি গোচের শিহরণেই প্রতিত হইলেন। *

প্রবন্ধ সম্বন্ধে

প্রতিকূল মতের প্রতিবাদ।

(১)

কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুবংশাবতংস শ্রীবৃন্দারণ্যবাসী শ্রীপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ও প্রবন্ধাদির সম্যক্ অনুমোদনে শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত "শ্রীগৌড়েশ্বর বৈষ্ণব" পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে,

ইতিপূর্ব্বে শ্রীঅমিয়নিমাইচরিতে শ্রীঈশ্বরপুরী গোস্বামিপাদকে শূদ্র কায়স্থজাতি বলিয়া লিখিত হওয়ায় কলিপাবনাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রভু অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিমহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া বঙ্গবাসী পত্রিকায় প্রকাশ

---

* শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় যেরূপ ছাপা ছিল,—আমরা অবিকল তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছি। তাঁহারা যে শব্দের যেরূপ 'বানান' করিয়াছেন, তাহাই রাখিয়া দিয়াছি। কেন?—তাহা সুধীজনই বুঝিবেন।—প্রকাশক।

করেন। তৎপরে কুরুবংশপ্রণেতা বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব মহাশয় জ্যৈষ্ঠমাসের পঞ্চমসংখ্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় উক্ত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভুর প্রতিবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক পুরীগোস্বামীকে কায়স্থকুলজ বলিয়া যাহা সমর্থন করিয়াছেন, তাহা পাঠে অনেকে অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা প্রাপ্ত হইয়া, ইহার মীমাংসার নিমিত্ত আমাদিগকে অনুরোধ করায়, আমরা শাস্ত্র-যুক্তি-অনুসারে ইহার মীমাংসা করিতেছি।

শ্রীঈশ্বরপুরী যে শূদ্র, তদ্বিষয়ে প্রমাণের অত্যন্ত অভাব। কেবল শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহা আছে,—যখন শ্রীঈশ্বরপুরীগোস্বামী শ্রীমদদ্বৈতমন্দিরে আগমন করেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

"অদ্বৈত কহেন বাপ তুমি কোন্ জন।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন॥"

তাহার পরে শ্রীঈশ্বরপুরীগোস্বামী কহিয়াছিলেন,

"বলেন ঈশ্বরপুরী মুঞি শূদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ॥"

এখানে উক্ত পুরীগোস্বামী 'শূদ্রাধম' বলিয়া আপনাকে দৈন্য করায়, তত্ত্বতঃ শূদ্র কায়স্থ বলিয়া তাঁহাকে নিরূপণ করা যাইতে পারে না। তাহা করিলে,—

"অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।"

এখানে শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় ভক্তিস্বভাব-বশতঃ দৈন্য করিয়া যাহা আপনাকে বলিয়াছেন, তত্ত্বতঃ তাঁহাকে তাহাই নিরূপণ করিয়া অতিসাহসে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

কলিযুগে ব্রাহ্মণ ব্যতীত দ্বিজাতি হইলেও, ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের যখন সন্ন্যাস-নিষেধ, তখন ঈশ্বরপুরীগোস্বামী শূদ্র-সন্ন্যাসী হইতে পারেন না। যথা,—

'অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।'—ইতি সন্ন্যাসনিষেধকং ক্ষত্রিয়-বৈশ্যবিষয়কমিতি মলমাস-তত্ত্বং। অন্যত্র চ—'সন্ন্যাসপ্রতিষেধস্তু কলৌ ক্ষত্র-বিশাং ভবেৎ॥'

অস্যার্থঃ।—অশ্বমেধ, গবালম্ভ,সন্ন্যাস এবং মাংসদ্বারা পিতৃ-শ্রাদ্ধ ও দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপত্তি এই পাঁচটি কলিযুগে বর্জ্জন করিবে। *

যখন কলিযুগে ব্রাহ্মণজাতি ভিন্ন অন্যের সন্ন্যাসে অধিকার নাই, তখন শ্রীঈশ্বরপুরীগোস্বামী কখন শূদ্র হইতে পারেন না। অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাবু, কলিযুগে ব্রাহ্মণেতর জাতির বৈদিকসন্ন্যাসে অধিকার না থাকায়, শ্রীঈশ্বরপুরীগোস্বামীকে তান্ত্রিকসন্ন্যাসী বলিয়া নির্ণয় করিয়া, তাঁহার শূদ্রত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদ্বারা শ্রীপুরীগোস্বামীর অবৈষ্ণব কৌল বামাচারিত্ব প্রতি-পাদন করা হইয়াছে। তাহা অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাবুর অনভিপ্রেত হই-লেও, কার্য্যতঃ হইয়া গিয়াছে। যেহেতু তান্ত্রিকসন্ন্যাসীদিগের গিরি পুরী প্রভৃতি সংজ্ঞা নাই, ইহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যসম্প্রদায়ি বৈদিক-সন্ন্যাসীদিগের সংজ্ঞা। বৈদিকসন্ন্যাসীদিগের সত্যযুগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র; ত্রেতাযুগে বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর ও দ্বাপরযুগে ব্যাস ও শুকদেব; কলিযুগে গৌড়, গোবিন্দ, শঙ্কর †,—আচার্য্য। তাহার মধ্যে কলিযুগের আচার্য্য শ্রীশঙ্করের চারিজন শিষ্য।

* এখানে যে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-বিষয়ক, ব্রাহ্মণবিষয়ক নহে।

† গৌড়াচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দাচার্য্য ও গোবিন্দাচার্য্যের শিষ্য শঙ্করাচার্য্য

যথা,—স্বরূপাচার্য্য,পদ্মাচার্য্য, ত্রোটকাচার্য্য ও পৃথ্বীধরাচার্য্য। এই চারিজনই দশনামীদিগের গুরু। স্বরূপাচার্য্যের তীর্থ ও আশ্রম, পদ্মাচার্য্যের বন ও অরণ্য, ত্রোটকাচার্য্যের গিরি, পর্ব্বত, সাগর এবং পৃথ্বীধরাচার্য্যের সরস্বতী, ভারতী ও পুরী—শিষ্য।..

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য পৃথ্বীধরাচার্য্য হইতে সরস্বতী, পুরী ও ভারতী এই তিনটী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি হইয়াছে। শ্রীঈশ্বরপুরীগোস্বামী পুরীসম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া বামাচারী তান্ত্রিক শূদ্র-সন্ন্যাসী কিরূপে হইবেন? যদিচ শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে ও আমাদের সম্প্রদায়ে ভগবত্তত্ত্ববেত্তা শূদ্রাদির গুরুত্ব দেখা যায় (?), তাহা বলিয়াই সেই প্রমাণে বিপ্রকুলজাত বৈদিকসন্ন্যাসীকে শূদ্র বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ মণিপুর হইতে গুজরাট ও হিমালয়পর্ব্বতের প্রান্ত হইতে কুমারিকা-অন্তরীপ পর্য্যন্ত স্থলের প্রায় দুই কোটি মনুষ্য যাঁহাকে স্বয়ংভগবান্ বলিয়া জানেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে কায়স্থের শিষ্য করিয়া নিরূপণ করায় এখন যেরূপ অবিনয়ের স্রোত মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে কায়স্থগণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদের জাতির শিষ্য ছিলেন, বলিয়া অহঙ্কার করিয়া, ঘোরতর অনর্থ সংগ্রহ করিবেন। এক্ষণে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের তত্ত্ব নিরূপণ করিলাম, আশা করি যাঁহারা শ্রীপুরীগোস্বামিপাদের শূদ্রত্বের পক্ষপাতী, তাঁহারা প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া নীরব হইবেন।

১২ই শ্রাবণ, ১৩০৬ সাল।

(২)

ময়মনসিংহ বাণীগ্রাম হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণহরি গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন,—

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পূর্ব্বাশ্রমে শূদ্র কি ব্রাহ্মণ ছিলেন,—কিছুদিন হইতে এই বিষয়ে বাদানুবাদ চলিতেছে, নিরপেক্ষভাবে এই সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা হইলে অনেক গূঢ় রহস্য প্রকাশ পাইতে পারে; অথচ তদবলোকনে অনেকেরই যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি হইতে পারে। আমরা যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন্ করিতে চেষ্টা করিব।

বৈদিক ও তান্ত্রিক মতভেদে সন্ন্যাসী দুই প্রকার। কলিযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণগণই বৈদিকসন্ন্যাসে অধিকারী। এই বিষয়ে মনু বলিয়াছেন,—

"আত্মন্যগ্নীন্ সমাধায় ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্‌গৃহাৎ।"

কিন্তু বিশ্বরূপলিখিত বচনে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন জাতিরই সন্ন্যাসাধিকার দেখা যায়। যথা,—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা প্রব্রজেদ্‌গৃহাৎ।"

আবার ব্রহ্মপুরাণে,—

"চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
গার্হস্থ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বানপ্রস্থং ত্রয়ো মতাঃ॥
ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ॥
গার্হস্থ্যমুচিতন্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণদাচর।"

এই বচনে ক্ষত্রিয়াদির সন্ন্যাসগ্রহণে অনধিকার কথিত হইয়াছে। পরস্পরবিসম্বাদী উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যুগভেদে

মীমাংসা করিয়াছেন; অর্থাৎ সত্যাদি যুগত্রয়েই ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সন্ন্যাসে অধিকার ছিল, কিন্তু কলিতে নাই; যেহেতু,—

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥"

এই কাত্যায়নবচন ও উদ্বাহতত্ত্বধৃত—

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোবধঃ।
মাংসাদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং বরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখঃ।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥"

এই নারদীয়বচন দ্বারা কলিযুগেই সন্ন্যাস নিষিদ্ধ আছে। "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাথ" ইত্যাদি বিশ্বরূপলিখিত বচন দ্বারা ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সন্ন্যাসে বিধি সত্ত্বেও "চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ। ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এবহি॥" ইত্যাদি ব্রহ্মপুরাণবচনে যে সন্ন্যাসে অনধিকার দেখা যায়, ইহা 'অশ্বমেধং গবালম্ভং' ইত্যাদি ও 'সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ' ইত্যাদি বচনের সহিত একবাক্যতা রক্ষা করিয়া এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, কেবল কলিযুগেই ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সন্ন্যাসে অনধিকার। জৈমিনি বলিয়াছেন,—"সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে।" অর্থাৎ একবাক্যতার সম্ভাবনা থাকিলে বাক্যভেদকল্পনা যুক্ত হয় না। তবে এইক্ষণে ইহাই দেখা যাইতেছে যে, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের

সত্যাদি যুগত্রয়েই 'সন্ন্যাসে অধিকার ছিল, কলিতেই নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের সকল সময়েই সমান অধিকার, সুতরাং কলিযুগে বৈদিকসন্ন্যাসগ্রহণে একমাত্র ব্রাহ্মণগণই অধিকারী।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতে ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল পর্য্যন্ত সাধারণেরই সন্ন্যাসগ্রহণে ক্ষমতা রহিয়াছে। যথা,—

"যজ্ঞসূত্র-শিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসঃ স্যাদ্‌দ্বিজন্মনাং।
শূদ্রানামিতরেষাঞ্চ শিখাং হুত্বৈব সংক্রিয়া॥"

(মহানির্ব্বাণ, ৮ম উল্লাস।)

সম্প্রতি আমাদের ইহাই আলোচ্য যে, ঈশ্বরপুরী বৈদিক কি তান্ত্রিক মতানুযায়ী সন্ন্যাসী ছিলেন? আমাদের বিশ্বাস, ঈশ্বর-পুরী কেন, বৈষ্ণবসন্ন্যাসিমাত্রেই বৈদিকমতাবলম্বী। কারণ তান্ত্রিক-সন্ন্যাসীরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, তাহাদের অন্নাদিগ্রহণে পাত্রাপাত্র বিচার নাই। এই বিষয়ে মহানির্ব্বাণ এইরূপ বলিয়াছেন,—

"বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতং।
দেশং কালং তথাচান্নমশ্নীয়াদবিচারয়ন্॥"

(৮ম উল্লাস।)

আর সন্ন্যাসপ্রদানেও জাতিকুলের প্রতিবন্ধকতা নাই। তান্ত্রিকসন্ন্যাসীরা যে ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করাইতে পারেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবসন্ন্যাসীরা তান্ত্রিকমতানুযায়ী হইলে, যাহার-তাহার অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং সকল জাতিকেই সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিতেন। বৈদিকসন্ন্যাসীদেরই যেখানে-সেখানে যাহার-তাহার অন্নগ্রহণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। যথা,—

"সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগাৎ ব্রহ্মচর্য্যাসমন্বিতঃ।

জিতেন্দ্রিয়ত্বমাবাসে নৈকস্মিন্ বসতিশ্চিরং॥
অনারম্ভস্তথাহারে ভিক্ষা বিপ্রে হ্যনিন্দিতে।”

(বামনপুরাণ, ১৪ অধ্যায়।)

তদানীন্তন সন্ন্যাসীদের ইতরজাতির অন্নগ্রহণের কথা কি বলিব, উহাদের সংস্রব পর্য্যন্ত কিরূপ নিন্দনীয় ছিল, তাহা মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী জনৈক ভক্তের কথাতেই বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।—

“বিপ্র বলে প্রভু মোর এক নিবেদন।
কহিনু তোমার স্থানে যদি দেহ মন॥
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ অবধূত।
কিছু ত না বুঝ মুঞি করেন কিরূপ॥
সন্ন্যাস আশ্রম তান বলে সর্ব্বজন।
কর্পূর তাম্বূল সে ভোজন অনুক্ষণ॥
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোনা রূপা মুক্তাকষা সকল শরীরে॥
কষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস॥
দণ্ড ছাড়ি লোহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আবাসে সে থাকেন অনুক্ষণে॥
শাস্ত্রমতে মুঞি তাঁর না দেখি আচার।
এতেকে আমার চিত্তে সন্দেহ অপার॥”

(চৈঃ ভাঃ, ৭ম অঃ, অন্ত্যখণ্ড।)

আর যখন ঈশ্বরপুরীর শিষ্য গোবিন্দদাস মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের চরণোপান্তে উপস্থিত হইয়া পুরীগোসাইর অন্তর্দ্ধানবিবরণ

বলিতেছিলেন, সেই সময় ভাগবতপ্রবর সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"পুরীগোসাই শূদ্রসেবক কাঁহে ত রাখিল?"

(চৈঃ চঃ, মধ্য, ১০ম পঃ।)

সার্ব্বভৌমঃ।—"স্বামিন্ কথমসৌ ব্রাহ্মণেতরং পরিচারকত্বে-নানুগৃহীতবান্?"

(চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৮ম অঙ্ক।)

এতদ্দ্বারা সন্ন্যাসীর শূদ্রসংসর্গ যে সর্ব্বথা পরিহার্য্য, ইহাই প্রমাণিত হয়। পণ্ডিতধুরন্ধর সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য ইহা অবশ্যই জানিতেন যে, তান্ত্রিকসন্ন্যাসীর পক্ষে শূদ্র কেন, চণ্ডালাদি হীন-জাতীয় সেবকও দোষাবহ হইতে পারে না। আবার শ্রীচৈতন্য-দেব তদুত্তরে বলিলেন,—"ভট্টাচার্য্য! এইরূপ বলিবেন না, কেননা হরি যেমন স্বতন্ত্র, তাঁহার কৃপাও তেমনই অন্যনিরপেক্ষ। অতএব হরি বা তৎকৃপা জাতিকুলের অপেক্ষা করেন না। যথা,—

"প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুল নাহি মানে।"

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১০ম পঃ।)

"ভট্টাচার্য্য! মৈবং বাদীঃ—হরেঃ স্বতন্ত্রস্য কৃপাহি তদ্বৎ, ধত্তে ন সা জাতিকুলাদ্যপেক্ষাম্।"

(চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৮ম অঙ্ক।)

শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তবিধ উত্তরবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, যদিও শূদ্রজাতীয় গোবিন্দদাস মহাশয়ের শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাসিবরের

সেবকত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব, তথাপি অনন্যাপেক্ষিণী ভগবৎ-কৃপাতেই এতাদৃশ অঘটন ঘটন হইয়াছিল। আলোচ্য পুরীপাদ তান্ত্রিকসন্ন্যাসী হইলে, সার্ব্বভৌমকৃত প্রশ্নের উত্তরে চৈতন্য-মহাপ্রভুকে ঈদৃশ কষ্টকল্পনা করিতে হইত না। বরঞ্চ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা 'পুরীগোসাঞির শূদ্রসেবক রাথায় দোষ কি?' এইরূপে ভট্টাচার্য্যকে অপ্রতিভই করিতে পারিতেন, অথবা, প্রকৃত তত্ত্বের উপদেশ করিয়া ভট্টাচার্য্যের ভ্রমান্ধকার বিদূরিত করিতেন। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তিনি বলিলেন,—

"ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র"—

অর্থাৎ আমাদের ন্যায় ঈশ্বরকৃপা বেদের অধীন নহে। এতদ্দ্বারা শ্রীঈশ্বরপুরী যে বেদানুযায়ী সন্ন্যাসই অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই প্রতীয়মান হয়।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপত্রিকায় অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব নামে কোন মহাত্মা সার্ব্বভৌমের উপরোক্ত প্রশ্নটী (পুরীগোসাই শূদ্রসেবক কাঁহে ত রাখিল) তদীয় তর্কনিষ্ঠা হইতে উদ্ভূত বলিয়া সার্ব্বভৌমভট্টা-চার্য্যের প্রতি তীব্র উক্তি করিয়া আমাদিগকে দুঃখিত করিয়া-ছেন। ভগবান্ চৈতন্যদেবের অনুগ্রহে যখন সার্ব্বভৌমের তর্কনিষ্ঠা দূরীভূত হইয়াছিল এবং তিনি নিজের অভীষ্টদেব বলিয়া বুঝিতে পারিয়া যখন নিরন্তর তাঁহার অনুবর্ত্তী ছিলেন, সেই ইষ্টদেব শ্রীচৈতন্য যাহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন, উক্ত মহানুভব ঈশ্বর-পুরীর বিষয়ে তর্কনিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে এইরূপ প্রশ্নের (পুরীগোসাই শূদ্রসেবক কাঁহে ত রাখিল) উত্থাপন করিবেন, আমরা ইহা মনে করিতে পারি না।

চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতের অনেক স্থানেই সন্ন্যাসীর

শূদ্রসংসর্গের নিন্দনীয়তা উল্লিখিত রহিয়াছে। যখন রামানন্দরায়ের সহিত মহাপ্রভুর প্রথম মিলন, তখন দেখিতে পাই,—

"বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার ॥
এই সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন ॥"
(চৈতন্য চঃ, মধ্য, ৮ম পঃ।)

আবার রামানন্দ কহিলেন,

"কাহা মুঞি রাজসেবক বিষয়ী শূদ্রাধম ॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদ ভয়।"
(চৈঃ চঃ, মধ্য, ৮ম পঃ।)

যে সমাজে সন্ন্যাসীর শূদ্র পরিচারক রাখা দূরের কথা, শূদ্রের সংসর্গ পর্য্যন্তও গর্হিত, সেই সমাজের শীর্ষস্থানীয় মাধবেন্দ্রপুরী যে একজন শূদ্রজাতীয়কে দীক্ষিত করিবেন, ইহা কথনই সম্ভবপর নহে, আর তাহা হইলে—"পুরীগোসাই শূদ্র সেবক কাঁহে ত রাখিল" এই প্রশ্নটী ঈশ্বরপুরী সম্বন্ধে না হইয়া তাঁহার গুরুদেব মাধবেন্দ্রপুরীকে লক্ষ্য করিয়াই উত্থাপিত হইত। আবার পুরী-লক্ষণেও দেখা যায়, ঐ উপাধিলাভে দ্বিজাতিভিন্ন কাহারও যোগ্যতা নাই। বৃহচ্ছঙ্করবিজয় নামক গ্রন্থে এইরূপ পুরীলক্ষণ উল্লিখিত আছে। যথা,—

"তত্ত্বজ্ঞানেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পদব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনামা স উচ্যতে ॥"

এই স্থলে "পদব্রহ্মরতো" শব্দে বেদাধ্যায়ীকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং পুরী-উপাধি-প্রাপ্ত ব্যক্তি নিয়ত বেদাধ্যায়ী হইবেন।

বেদপাঠে দ্বিজাতি ভিন্ন কাহারও অধিকার নাই; কাজেই শূদ্রের পুরী-উপাধি-প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে।

অদ্বৈতপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎসময়ে পুরীগোসাই "আমি শূদ্রাধম" (বলেন ঈশ্বরপুরী মুঞি শূদ্রাধম) বলিয়া যে দৈন্যোক্তি করিয়াছেন, কেবল এইমাত্র অবলম্বনে তাঁহাকে শূদ্রজাতীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত বোধ করি না। আবার "শূদ্রাধম" স্থলে 'ক্ষুদ্রাধম' এইরূপ পাঠই প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে দেখিতে পাই। এই পাঠদ্বৈধে আমরা সত্যাসত্য নিশ্চয় করিতে অসমর্থ হইলেও এইমাত্র বলিতে পারি যে, অদ্বৈতপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরপুরীর নিজের নীচতা জানানই উদ্দেশ্য ছিল, ইহা অভ্রান্ত সত্য।

কারণ অদ্বৈতপ্রভু যাহা বলিয়াছিলেন (বৈষ্ণবসন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন), ইহা দ্বারা কোন জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, এমত মনে করা যাইতে পারে না। অতএব তাহার প্রত্যুত্তরে ঈশ্বরপুরী যে "আমি শূদ্রাধম" বলিয়াছেন, ইহা জাতির পরিচায়ক কেমনে বলিব? তবে "শূদ্রাধম" এই বাক্যটীর পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া—শূদ্রের ন্যায় অধম, অথবা শূদ্র হইতেও অধম, এইরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। আর "ক্ষুদ্রাধম" এইরূপ পাঠে ক্ষুদ্রশব্দের অর্থ অধম; সুতরাং অধম হইতেও অধম, এমত ব্যাখ্যা করিলে কোন দোষ দেখা যায় না।

নানাপ্রকার বিরুদ্ধ প্রমাণ সত্ত্বেও কেবল "শূদ্রাধম" এই বাক্যটী দেখিয়া পুরীগোসাঞিকে শূদ্রজাতীয় বলিতে আমাদের সাহস হয় না। বিশেষতঃ এই 'শূদ্রাধম' পাঠটি সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। পুরীগোসাঁইর প্রত্যুত্তরবাক্য যে জাতির পরিচায়ক হইতে

পারে না, তাহা যুক্তি' দ্বারা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, সম্প্রতি আমরা এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

১। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র মহাত্মা কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিখিয়াছেন,—

"তস্য শিষ্যো ভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ"

অর্থাৎ ঈশ্বরপুরী নামক যতি—সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন। এইরূপ ঈশ্বরপুরীকে 'যতি'রূপে উল্লেখ করিয়া স্পষ্টাক্ষরেই পুরীপাদের জাতিনির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন, যেহেতু শাস্ত্রে জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণেরই 'যতি' অভিধা কীর্ত্তিত রহিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের মুক্তাফলনামক ভাষ্যকার বোপদেবাচার্য্য—

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নঃ পিশলী শাকটায়নঃ।
পানিন্যমর-জৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥"

এই যে আট জন আদিশাব্দিকের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, মহাত্মা অমরসিংহ ইহাঁদের অন্যতম। ইনি স্বপ্রণীত নামলিঙ্গানুশাসনগ্রন্থে ব্রহ্মবর্গে লিখিয়াছেন,—

"ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ স্নাতকস্ত্বাপ্লবব্রতী।
যে নির্জ্জিতেন্দ্রিয়গ্রামা যতিনো যতয়শ্চ তে॥"

অর্থাৎ ঋষির নাম—ঋষি ও সত্যবচাঃ, নিঃশেষরূপে অধীতবেদ ব্যক্তির নাম—স্নাতক ও আপ্লবব্রতী, আর সর্ব্বথা জিতসর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যক্তির নাম, যতী ও যতি। যতির নাম ব্রহ্মবর্গে উল্লেখ থাকায় এবং ঋষি ও স্নাতকের সহিত একত্র নির্দ্দেশ করায়, যতি যে ব্রাহ্মণবিশেষেরই সংজ্ঞা, ইহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। জিতেন্দ্রিয় মনুষ্য মাত্রেই যতিশব্দের সুষ্ঠুপ্রয়োগ হইতে

পারিলে, শাব্দিকপ্রবর অমরসিংহ উহার ব্রহ্মবর্গে অভিধান না করিয়া মনুষ্যবর্গেই উল্লেখ করিতেন।

"সম্পূর্ণমুচ্যতে বর্গৈর্নামলিঙ্গানুশাসনং"—সজাতীয়-সমূহ বিশিষ্ট নামলিঙ্গানুশাসন গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি, গ্রন্থারম্ভে এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া, দ্বিতীয়কাণ্ডের প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—

"বর্গাঃ পৃথ্বী-পুর-ক্ষ্মাভৃদ্‌বনৌষধি-মৃগাদিভিঃ।
নৃব্রহ্মক্ষত্রবিট্‌শূদ্রৈঃ সাঙ্গোপাঙ্গৈরিহোদিতাঃ॥"

এই দ্বিতীয়কাণ্ডে অঙ্গ এবং উপাঙ্গের সহিত পৃথিবী, পুর, পর্ব্বত, বনৌষধি, সিংহাদি, মনুষ্য, ব্রহ্ম, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই দশটী দ্বারা বর্গ অর্থাৎ সজাতীয়-সমূহ কথিত হইল। প্রথম ও দ্বিতীয় কাণ্ডের উক্তবিধ প্রারম্ভবাক্যানুসারে দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবর্গে ব্রাহ্মণের অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং তৎসজাতীয় সমূহই বিবৃত করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। সুতরাং যতি-শব্দের অর্থে আমরা নিঃশেষরূপে জিতেন্দ্রিয়-সমূহ ব্রাহ্মণকেই বুঝিয়া থাকি, অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ যাবতীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি বাহ্য-বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক একমাত্র ভগবদ্বিষয়ে সম্যক্‌রূপে বিন্যস্ত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকেই নির্জিতেন্দ্রিয়গ্রাম যতি অথবা সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে।

এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে যতিধর্ম্মনির্ণয়প্রসঙ্গে "বিপ্রস্য বৈ সন্ন্যসতঃ" এই উপক্রম করিয়া ভগবান্‌ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্দেহচেতসাং।
ন হ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্‌যতিঃ॥"

হে উদ্ধব! মৌন অর্থাৎ বাহ্যবিষয় হইতে বাগিন্দ্রিয়ের প্রত্যাবর্ত্তক

রূপ বাগ্‌দণ্ড, অনীহা অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম হইতে সর্ব্বেন্দ্রিয়াশ্রয় দেহের প্রত্যাখ্যাপকরূপ দেহদণ্ড, প্রাণায়াম অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়-পরিচালক মনের বহির্বস্তু হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক একমাত্র ভগবানে স্থিরীকরণরূপ মনোদণ্ড, এই দণ্ডত্রিতয় যাঁহার নাই, তিনি কেবল অঙ্গে বেণুদণ্ড ধারণ দ্বারা যতি হইতে পারেন না। সুতরাং যিনি উক্তবিধ দণ্ডত্রয় দ্বারা কায়মনোবাক্যকে স্বীয় অধীনে রাখিতে পারিয়াছেন, এমন নির্জ্জিতেন্দ্রিয়সমূহ ব্যক্তি যতি-নামের যোগ্য। এই যত্যাচার একমাত্র ব্রাহ্মণগণেরই অবলম্বনীয় বলিয়া একাদশে (১৭শ অ০) উল্লিখিত আছে——

"বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ॥
গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্‌বনেবাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসঃ স্থিতঃ॥
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ জন্মভূম্যনুসারিণীঃ।
আসন্ প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্য্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্য্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনং।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ে বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্রলব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥"

"এতৈরেবাশ্রমস্বভাবা অপি জ্ঞেয়াঃ" ইতি স্বামী।

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—আমার' বিরাট্-রূপের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিত-আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। জঘন হইতে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থ এবং মস্তক হইতে সন্ন্যাসাশ্রম জন্মিয়াছে। বর্ণসকল ও আশ্রমসকলের জন্মস্থানের তারতম্যানুসারে নীচ হইতে নীচপ্রকৃতি এবং উত্তম হইতে উত্তমপ্রকৃতি জন্মিবে অর্থাৎ মুখ ও মস্তকের সর্ব্বোত্তমত্ব বিধায় ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসের সর্ব্বোত্তমপ্রকৃতি, চরণ ও জঘনের নীচত্ব হেতুক শূদ্র ও গার্হস্থ্যাশ্রমের নীচপ্রকৃতি হইয়াছে। শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, বিষ্ণুভক্তি, দয়া ও সত্য—এই সকলগুলি ব্রাহ্মণদিগের প্রকৃতি। তেজ, বল, ধৈর্য্য, শৌর্য্য, তিতিক্ষা, উদারতা, উদ্যম, স্থিরতা, ব্রহ্মণ্য ও প্রভুত্ব—এই সকল ক্ষত্রিয়প্রকৃতি। আস্তিক্য, দাননিষ্ঠা, দম্ভরাহিত্য, ব্রাহ্মণসেবন ও অর্থোপার্জ্জনে অতৃপ্তি—এই সকল বৈশ্যপ্রকৃতি। অকপটভাবে ব্রাহ্মণ, গো ও দেবতাগণের শুশ্রূষণ ও তদ্বিষয়ে যথালাভে সন্তোষ—এই সকল শূদ্রজাতীয়ের প্রকৃতি। এতদ্দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের আশ্রমধর্ম্মও বুঝিতে হইবে। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামীর এই ব্যাখ্যানুসারে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণপ্রকৃতি-অনুসারে ব্রাহ্মণদিগের শমদমাদি-প্রধান ব্রহ্মচর্য্যাদি, ক্ষত্রপ্রকৃতি-অনুসারে ক্ষত্রিয়ের তেজোবল-প্রধান ব্রহ্মচর্য্যাদি, বৈশ্যপ্রকৃতি-অনুসারে বৈশ্যদিগের আস্তিক্যাদি-প্রধান ব্রহ্মচর্য্যাদি, আর শূদ্রপ্রকৃতি-দ্বিজশুশ্রূষাদি-অনুসারে শূদ্রদিগের একমাত্র গার্হস্থ্যধর্ম্মই শাস্ত্রানুমোদিত। দীপিকা-দীপনকার "এতৈরেবাশ্রমস্বভাবা অপি জ্ঞেয়াঃ" স্বামিপাদের

এই ব্যাখ্যাবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—"শূদ্রস্য তু শুশ্রূষণাদিপ্রধানো গৃহস্থধর্ম্ম এবৈকঃ ইতি এতৈরেবাশ্রমধর্ম্মা অপি জ্ঞেয়া ইতি ব্যাখ্যাতং।"

২। সপ্তদশ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে ব্যতিরেকমুখে ব্রাহ্মণে-প্রব্রজ্যাগ্রহণ প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

"গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রব্রজেদ্‌বা দ্বিজোত্তমঃ।"

"দ্বিজোত্তমঃ ব্রাহ্মণশ্চেৎ প্রব্রজেৎ ইত্যর্থঃ" ইতি স্বামী। ব্রহ্মচর্য্য হইতে আশ্রমান্তরে প্রবেশ করিতে হইলে, দ্বিজাতিগণ যদি সকাম হন, তবে গৃহাশ্রমে, আর যদি নিষ্কাম হয়েন, তবে বনে প্রবেশ করিবেন, কিন্তু যদি দ্বিজাতীয়ের মধ্যে উত্তম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়েন, তবে তিনি প্রব্রজ্যাও অবলম্বন করিতে পারেন। "ব্রাহ্মণ হইলে প্রব্রজ্যাও গ্রহণ করিতে পারেন" এই বাক্যদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রাহ্মণাতিরিক্ত ব্যক্তি কখনও প্রব্রজ্যাধিকারলাভে সমর্থ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং তৎসারার্থবেত্তা শ্রীধরস্বামিপাদের মতে ক্ষত্রিয়াদির সন্ন্যাস-গ্রহণে অনধিকারই দেখা যাইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই স্বামিপাদসম্বন্ধে শ্লেষবাক্যে জনৈক ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যিনি স্বামীকে না মানেন, তিনি বেশ্যামধ্যে গণনীয়। শ্রীপাদ পুরীগোসাই সেই মহামান্য শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতে পদক্ষেপ করিলে—স্বামীর মতোচ্ছেদে প্রবর্ত্তমান হইলে আদর্শচরিত্র শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে গুরুত্বে অঙ্গীকার করিয়া বৈষ্ণবজগতে তদীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতেন কি না, ইহা বৈষ্ণব সুধীগণেই বিবেচনা করিবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

অচ্যুত বাবুর প্রবন্ধ।

(১)

"ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকং॥"

কবি কর্ণপুর গোস্বামী এই শ্লোকটীতে ঈশ্বরপুরীর মহিমা গান করিয়াছেন; বস্তুতঃ যিনি শ্রীমহাপ্রভুর দীক্ষাদাতা, তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিসীমা কোথায়? "কৃষ্ণপ্রেমকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর" স্বরূপ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর অন্যতম শিষ্যই ঈশ্বরপুরী। ঈশ্বরপুরী ব্রাহ্মণকুলে কুমারহট্টে জন্মগ্রহণ করেন।

(২)

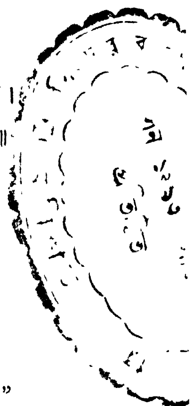
শ্রীমহাপ্রভু নদীয়ায় যখন বিদ্যারসে বিলাস করিতেছিলেন, যখন এই নবীন অধ্যাপকের প্রদীপ্ত প্রতিভায় নবদ্বীপের ভুবন-বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গ চমকিত—স্তম্ভিত, রঘুনাথ-রঘুনন্দনের সেই গৌরবান্বিত নবদ্বীপে ভক্তিদেবী তখন সঙ্কোচিতভাবে বিরাজ করিতেছিলেন। তখন অদ্বৈতাচার্য্য বৈষ্ণবসমাজের নেতা; শ্রীবাস, মুরারি, শ্রীধর প্রভৃতি তাঁহার সহিত যোগ দিতেন; একত্রে "ইষ্টগোষ্ঠী" ও "কৃষ্ণকীর্ত্তন" করিতেন।

বিদ্যাগর্ব্বিত পণ্ডিতবর্গ বৈষ্ণবগণের ভাবপ্রবণতা-দৃষ্টে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেন না। নবীন নিমাইপণ্ডিত বিশেষ চঞ্চল ও পরিহাসরসিক ছিলেন; তিনি ভক্তগণ পাইলে উৎসাহের সহিত পরিহাস করিতেন। ভক্তগণ ব্যতীত অপরের পক্ষে ধীর-শান্ত ছিলেন। তাঁহার স্বদেশী অর্থাৎ শ্রীহট্টবাসীর প্রতি পরিহাসের মাত্রা ও তীব্রতা একটু অধিক ছিল; সুতরাং

শ্রীহট্টবাসী শ্রীবাস, মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণ নিমাইপণ্ডিতকে দেখিলেই পলাইতেন। বৈষ্ণবগণের এবম্বিধ ব্যবহার দর্শনে নিমাই বলিতেন,——"কালে আমি এমন বৈষ্ণব হইব যে, ব্রহ্মা-শিবাদিও আমার দ্বারস্থ হইবেন।" ইহা শুনিয়া ছাত্রগণ হাস্য করিত,—ভক্তগণ নিমাইকে নাস্তিক বলিতেন।

যথা চৈতন্যভাগবতে—

"হাসি প্রভু বলে আগে পঢ় কথোদিন।
তবে সে দেখিবে মোর বৈষ্ণবের চিন॥
এমন বৈষ্ণব হৈমু মুঞি এ সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥
শুন ভাইসব এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুঞি সর্ব্ববিলক্ষণ॥
আমারে দেখিয়া এবে যে-সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণকীর্ত্তি গায়॥"



(৩)

নিমাইপণ্ডিত যখন এইরূপ বিদ্যাবিলাসে উন্মত্ত, যখন অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নীরবে ধীরেধীরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা আকর্ষণ করিতেছিলেন, তখন ভক্তরাজ ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে শুভাগমন করেন।

যথা চৈতন্যভাগবতে--

"হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী।
আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি॥
কৃষ্ণরসে পরমবিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময়॥

তাঁর বেশে কেহ তাঁরে চিনিতে না পারে।
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈতমন্দিরে ॥

* * *

অদ্বৈত বলেন বাপ তুমি কোন্ জন।
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন ॥
বলেন ঈশ্বরপুরী আমি ক্ষুদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ ॥"

এইরূপে ঈশ্বরপুরী অদ্বৈতের নিকট পরিচয় দিলেন। পুরীর অতুলনীয় কৃষ্ণপ্রেমের পরিচয় পাইয়া ভক্তগণ আনন্দিত ও চমকিত হইলেন। বৃন্দাবনদাস বলেন--

"প্রেম দেখি সভেই বলেন হরি! হরি!"

(৪)

একদিন নিমাইপণ্ডিত ছাত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইয়া বাড়ী আসিতেছেন, পথে ঈশ্বরপুরীর সহিত দেখা হইল, সন্ন্যাসী দেখিয়া নিমাই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ঈশ্বরপুরীও নিমাইর অত্যুজ্জ্বল কান্তি, বিমল শরচ্চন্দ্রবিনিন্দিত বদনশোভা সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন--"পণ্ডিত, তুমি কে?" নিমাই হাসিয়া বলিলেন—"দাসের নাম নিমাই।" তাঁহার দিকে চাহিয়া বিস্মিতভাবে পুরী বলিলেন—"তুমিই সেই বিখ্যাত নিমাইপণ্ডিত!" নিমাই বলিলেন—"আজ দাসের গৃহে আপনার ভিক্ষা (নিমন্ত্রণ), সেখানে আমাকে এইরূপ দেখিতে পাইবেন।"

যথা চৈতন্যভাগবতে——

"দৈবে একদিন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পড়াইয়া আইসেন আপনার ঘর ॥

পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী-সনে।
ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্করিলা আপনে॥

*　　　*　　　*

চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর।
সিদ্ধপুরুষের প্রায় পরম গম্ভীর॥
জিজ্ঞাসেন কি নাম তোমার বিপ্রবর।
কি পুথি পড়াও, পড়, কোন্ স্থানে ঘর॥
শেষে সভে বলিলেন—নিমাইপণ্ডিত।
তুমি সে !! বলিয়া বড় হৈল হরষিত॥
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ প্রভু করিলেন তানে।
সমাদরে গৃহে লই বসিলা আপনে॥"

ইহাই ঈশ্বরপুরীর সহিত গৌরাঙ্গের প্রথম সম্ভাষণ।

(৫)

নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে, ঈশ্বরপুরী তৎপর কয়েক মাস বাস করিয়াছিলেন। নিমাইর প্রতি সেই হইতেই তাঁহার প্রীতি জন্মে। তিনি ভাবিতেন—এ নবীন অধ্যাপকের প্রতি কেন এত প্রীতি জন্মিল? ইহাঁকে দেখিতে পাইলে শ্রীকৃষ্ণকে কেন স্মরণ থাকে না? এ অদ্ভুত যুবকটি কে? যা'হোক, ঈশ্বরপুরী সেইস্থানে থাকিয়া "কৃষ্ণলীলামৃত" নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য প্রণয়ন করেন; এবং নিমাইর অনুচর ও বন্ধু গদাধরপণ্ডিতকে তাহা পড়াইতেন। ভক্তিরত্নাকর বলেন—

"শ্রীঈশ্বরপুরী কিছুদিন এথা ছিলা।
কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থ এথাই রচিলা॥

গদাধরপণ্ডিতে পরম স্নেহ করে।
তার প্রেমচেষ্টা দেখি পঢ়াইলা তারে ॥”

ঈশ্বরপুরী স্বরচিত এই কৃষ্ণলীলামৃত কাব্য সংশোধন করিয়া দিতে প্রত্যহ নিমাইকে অনুরোধ করিতেন; কিন্তু প্রভু স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সহিত ইহাতে অস্বীকৃত হইতেন। চৈতন্য-ভাগবতে লিখিত আছে, পুরীর অনুরোধ-শ্রবণে—

“প্রভু বলে—ভক্তবাক্য, কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপী জন॥
ভক্তের কবিত্ব যে-তে-মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয়॥

* * *

অতএব তোমার সে কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে দোষিবে কোন্ সাহসিক জন॥”

ঈশ্বরপুরী নিমাইর বিনীত ব্যবহারে বিমুগ্ধ হইলেন; কিন্তু তথাপি অনুরোধ করিতে লাগিলেন—“পণ্ডিত! ইহাতে কোন দোষ নাই, গ্রন্থে ভ্রম থাকিলে নিঃসঙ্কোচে তুমি প্রদর্শন কর।” নিমাই প্রধানতঃ পুরীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে একটী ধাতু পরস্মৈপদী হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

নিমাই চলিয়া গেলে, পুরী অনেক ভাবিয়া, পরদিন নিমাই আসিলে বলিলেন,—“পণ্ডিত! তুমি যাহাকে পরস্মৈপদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছ, তাহা আত্মনেপদীই থাকিবে।” এই বলিয়া স্বকল্পিত যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। নিমাই এ সম্বন্ধে আর কোন তর্কই করিলেন না; সুতরাং ভক্তশ্রেষ্ঠেরই জয় হইল। চৈতন্য-ভাগবত বলেন—

"ভৃত্য-জয় নিমিত্ত না দেন আর দোষ ॥
সর্ব্বকাল প্রভু বাঢ়ায়েন ভৃত্য-জয়।
এ তান স্বভাব সকল বেদে কয়॥"

ইহার পর ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন; কেননা,—

'ভক্তিরসে চঞ্চল, একত্র নাহি স্থিতি।
পর্য্যটনে চলিলা পবিত্র করি ক্ষিতি ॥"

(৬)

এই যে সকল কথা বর্ণিত হইল, তাহার দুই কি তিন বৎসর পরে নিমাইপণ্ডিত গয়াতীর্থে গমন করেন। গয়াধামে শ্রীবিষ্ণু-পদ-দর্শনে নদীয়ার উদ্ধত পণ্ডিতবরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে নিমাইর অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, রোমাবলী উর্দ্ধোত্থিত হইল, এবং নয়নযুগল হইতে অবিরলধারে প্রেমাশ্রু-পাত হইতে লাগিল। এদিকে পাণ্ডাগণ বলিতে লাগিলেন;— পণ্ডিত! দর্শন কর;—

"যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন।
কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ ॥
বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে চরণ।
সেই এই দেখ' যত ভাগ্যবন্ত জন ॥
তিলার্দ্ধেক যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র।
যম তার না হয়েন অধিকার-পাত্র ॥
যোগেশ্বর-সভার দুর্লভ যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন ॥

যে চরণে ভাগীরথী হইল প্রকাশ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস॥
অনন্তশয্যায় অতি প্রিয় যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥"

বিষ্ণুপদ দর্শন করিতে করিতে মহাপ্রভু এরূপ অদ্ভুত ভাবরাশি প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহা মনুষ্যে কদাপি সম্ভবে না। উপস্থিত সকলেই নিমাইর এই অতিলৌকিক ভাব দর্শনে বিস্মিত হইল।

ঈশ্বরপুরী ঐসময় গয়াতেই ছিলেন, দৈবক্রমে তিনি সেই সময়েই তথায় উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরপুরী পরম ভক্ত, তাঁহাকে দেখিয়া নিমাইর সংজ্ঞা হইল। নিমাই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এইরূপে গয়াধামে পুরীর সহিত পুনর্ব্বার গৌরাঙ্গের সম্মিলন ঘটিল।

যথা অদ্বৈতপ্রকাশগ্রন্থে—

"তবে কিছুদিন পরে শ্রীশচীনন্দন।
পিতৃকার্য্যে গয়াধামে করিলা গমন॥
ভক্তি করি গদাধরের পদে পিণ্ড দিলা।
তহিঁ শ্রীঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ পাইলা॥
পুরীরাজে দেখি নিমাই দণ্ডবৎ কৈলা।
তিহোঁ সসম্ভ্রমে গৌরচন্দ্রে আলিঙ্গিলা॥"

(৭)

শ্রীমহাপ্রভু গয়াতে কখন কখন আপনি রন্ধন করিতেন। একদিন রন্ধন সমাপন করিয়াছেন, সেই কালে ঈশ্বরপুরী তথায় উপস্থিত হইলেন। পুরী প্রীতি-পরিহাস-সহকারে কহিলেন,—

"ভালই সময় উপস্থিত হইলাম।" প্রভু আনন্দভরে বলিলেন ;—
যথা—

"প্রভু বলে যবে হৈল ভাগ্যের উদয়।
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয়॥"

একথা শ্রবণে—

"হাসিয়া বলেন পুরী তুমি কি খাইবে।
প্রভু বলে আমি অন্ন রান্ধিবাঙ এবে॥"

তখন—

"পুরী বলে কি কার্য্যে করিবে আর পাক।
যে অন্ন আছয়ে তাহা কর দুইভাগ॥"

কিন্তু নিমাই সম্মত হইলেন না, সকল অন্নই পুরীর পাতে পরিবেশন করিয়া দিলেন ; ও পুনর্ব্বার রন্ধন করিয়া স্বয়ং আহার করিলেন।

এই সময়েই গয়াধামে ঈশ্বরপুরী হইতে নিমাই দীক্ষা গ্রহণ করেন।

যথা অদ্বৈতপ্রকাশে—

"পরদিন মহাপ্রভু দেখি শুভক্ষণ।
পুরীরাজস্থানে মন্ত্র করিলা গ্রহণ॥

* * *

পুরীরাজে প্রণমিয়া কহে বারেবার।
বড় কৃপা করি কৈলা মো-ছারে উদ্ধার॥
পুরী কহে তত্ত্ব জানি না করিহ দৈন্য।
জীব শিক্ষাইতে ধরায় হৈলা অবতীর্ণ॥

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুহুঁ চিদানন্দময়।
তব মায়া-নাটে কার্ ভ্রম নাহি হয়॥"

নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীব মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল, গয়াধামে সে সংশয় দূর হয়; কেন তাঁহার কৃষ্ণনিষ্ঠ মন গৌরাঙ্গে আকৃষ্ট হইত, তখন বুঝিলেন। বুঝিয়া তাঁহার মনে আনন্দ ও ভয় উভয়ই উপস্থিত হইল।

ঈশ্বরপুরী গুরু; শিষ্য নিমাই তাঁহাকে প্রণাম করিতে ন্যায়তঃ তিনি নিষেধ করিতে পারেন না। আবার জানিয়া-শুনিয়া ভগবানের প্রণাম কোন্ ভক্ত গ্রহণ করিতে পারেন?—পুরী অগত্যা পলাইতে মনস্থ করিলেন। যে ভগবানের দর্শনজন্য মুনিগণ কত যোগ-তপস্যা করেন, হায়! প্রণামের ভয়ে ঈশ্বরপুরী সত্যসত্যই তাঁহাকে গয়ায় রাখিয়া পলাইলেন!! নিমাইকে সেই-দিন অনিমিষ-নয়নে দেখিয়া লইয়া, হৃদয়ে নিমাই-রূপ ভাবিয়া লইয়া, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া পুরী চিরতরে পলাইলেন!!

* * *

গয়া হইতে প্রত্যাগমনকালে শ্রীনিমাই ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান দর্শন করিয়া, পরে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন।

যথা অদ্বৈতপ্রকাশে—

"তবে কুমারহট্টে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
পুরীরাজের জন্মস্থান অতি-পুণ্যতর॥"

(৮)

গয়া হইতে ঈশ্বরপুরী বৃন্দাবন গমন করেন। তথায় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, 'জনৈক অবধূত পাগলের ন্যায় কানাইকে অন্বেষণ করিতেছেন! আকৃতি প্রকৃতি প্রায় গৌরাঙ্গেরই ন্যায়।

ঈশ্বরপুরী ইহাঁকে চিনিতে পারিলেন; * এবং তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন—"ঠাকুর! এখানে কি চাহিতেছ? তোমার কানাই এখন নবদ্বীপে; যাও তথায়, তিনি তোমারই অপেক্ষা করিতেছেন।" পুরীর বাক্যে অবধূত নবদ্বীপমুখে ধাবিত হইলেন। এই অবধূতই শ্রীনিত্যানন্দ।

কিন্তু ঈশ্বরপুরীর এক রোগ জন্মিল; এক সময় তিনি স্বীয় 'কৃষ্ণনিষ্ঠ' মনের কথা ভাবিয়াছিলেন; হায়! সেই কৃষ্ণনিষ্ঠ মনে এখন কৃষ্ণ কোথায়? সেই স্থান শ্রীগৌরাঙ্গময়! ঈশ্বরপুরীকৃত দৈন্যোক্তিসূচক শ্লোকটী এই স্থানে দিলাম,—

"নৃত্যন্ বায়ুবিঘূর্ণিতৈঃ সুবিটপৈর্গায়ন্নলীনাং রুতৈ-
মুঞ্চন্নশ্রুমরন্দবিন্দুভিরলং রোমাঞ্চবানঙ্কুরৈঃ।
মাকন্দোঽপি মুকুন্দ মূর্চ্ছতি তব স্মৃত্যা নু বৃন্দাবনে
ব্রূহি প্রাণসমান চেতসি কথং নামাপি নায়াতি তে॥"

ভাবার্থ—হে মুকুন্দ! তৎস্মরণে ব্রজের বৃক্ষরাজি বায়ুবিঘূর্ণিত শাখাদ্বারা নৃত্য করিতেছে, অঙ্কুর-উদ্গম-ব্যপদেশে রোমাঞ্চিত হইতেছে; ভ্রমরবৃন্দ শব্দসঙ্কেতে গুণ গান করিতেছে এবং মকরন্দবিন্দু দ্বারা অশ্রুপাত করিতেছে; কিন্তু হে প্রাণসম! বল দেখি, আমার চিত্তে তোমার নামটীও কেন আসিতেছে না?

ভগবদ্বিরহের দারুণ প্রতিঘাতে পুরীরাজকে অস্থির করিয়া তুলিল, তিনি কাতরপ্রাণে ভগবানের কাছে সদৈন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এস্থলে তৎকৃত দ্বিতীয় শ্লোকটী দিব,—

"ধন্যানাং হৃদি ভাসতাং গিরিবরপ্রত্যগ্রকুঞ্জৌকসাং
সত্যানন্দরসং বিকারবিভবব্যাবর্ত্তমন্তর্মহঃ।

---

* তীর্থভ্রমণকালে আর একবার উভয়ে দেখা হইয়াছিল।

অস্মাকং কিল বল্লবীরতিরসো বৃন্দাটবীলালসো
গোপঃ কোঽপি মহেন্দ্রনীলরুচিরশ্চিত্তে মুহুঃ ক্রীড়তু ॥”

ভাবার্থ—পর্ব্বতগুহাবাসী ধন্য পুরুষদের হৃদয়ে বিকার-বিরহিত সত্যানন্দরস বিকাশ পাউক; আমাদের হৃদয়-কন্দরে কিন্তু গোপীরতিরসরূপ ব্রজবনবাসী ইন্দ্রনীলকান্তি কোন গোপ ক্রীড়া করুন।

এই শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষা শ্রবণস্মরণাদি ভক্তি-অঙ্গের প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইতেছে। যা'হোক, পুরীরাজ অতঃপর বিবিধ তীর্থে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভগবদ্বিরহের প্রবল উচ্ছ্বাস কিছুতেই প্রশমিত হইল না। এস্থলে তৎকৃত তৃতীয় শ্লোকটী উদ্ধৃত করিলাম,—

“যোগশ্রুত্যুপপত্তিনির্জনবনধ্যানাধ্বসংভাবিতাঃ
স্বারাজ্যং প্রতিপদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ।
অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহরপ্রোন্মীলদিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলধাম-নাম জুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি ॥”

ভাবার্থ—দ্বিজাতিগণ যোগ, বেদানুশীলন, নির্জ্জনবনে ধ্যান ও তীর্থভ্রমণাদি দ্বারা নির্ভয়রূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে মুক্ত হয়েন হউন, আমরা কিন্তু কদম্বকুঞ্জে বিদ্যমান ইন্দীবরনিন্দি শ্যাম-সুন্দরের নাম-সেবক; আমাদের জন্মের ভয় নাই।

এইরূপে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পণ্ডারপুর-নামক স্থানের তীর্থে গমন করেন; চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে লিখিত আছে যে, সেই তীর্থে অতি অদ্ভুতরূপে তিনি অন্তর্দ্ধান করেন।

(৯)

শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচলে গিয়াছেন; তথা হইতে তীর্থদর্শনোপলক্ষে দক্ষিণদেশ উদ্ধার করিয়া, পুনঃ শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ঐসময় গোবিন্দদাস নামক একজন ভক্ত আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন, এবং আত্মপরিচয়ার্থে বলিলেন,—

"ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য, গোবিন্দ মোর নাম।
পুরীগোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে।
'কৃষ্ণচৈতন্য-নিকট রহি সেব যাই তারে॥'
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া।
প্রভু-আজ্ঞায় তোমার পদে আইনু ধাইঞা॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত।)

গোবিন্দ বলিলেন, অন্তর্দ্ধানকালে শ্রীপাদ পুরীশ্বর আদেশ দিয়াছেন যে, তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার সেবা-শুশ্রূষা করিতে হইবে, তাই আমি আসিলাম। তাঁহার অন্যতম সেবক কাশীশ্বরপণ্ডিতও শীঘ্রই আগমন করিবেন। প্রভু বলিলেন,—

যথা তত্রৈব—

"প্রভু কহে, পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে॥"

প্রভুর এই বাক্যাবশেষে ভক্তগণ-মধ্য-হইতে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শূদ্রই অপর শূদ্রকে সেবকস্বরূপে রাখিতে পারেন, কিন্তু——

"পুরীগোসাঞি শূদ্রসেবক কাহাতে রাখিল॥।"

প্রভু ইহার উত্তর দিলেন, যথা চৈতন্যচরিতামৃতে,—

"প্রভু কহে,—ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥"

ইহা বলিয়াই প্রভু গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলে, তিনি তাঁহার চরণ বন্দন করিলেন। তার পর প্রভু ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভট্টাচার্য্য! বল দেখি,—

"গুরুর কিঙ্কর হয়,—মান্য সে আমার'॥
ইহাকে আপন সেবা করাইতে না জুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায়?"

ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া।"

গোবিন্দ তদবধি, শ্রীমহাপ্রভুর নিকটে থাকিয়া, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সেবা করিতে প্রবৃত্ত হন।

ইহার কিছুদিন পরেই কাশীশ্বর গোস্বামী আগমন করেন; শ্রীমহাপ্রভু সসম্মানে তাঁহাকেও আপন নিকটে রাখেন। তিনি যখন শ্রীজগন্নাথদর্শনে গমন করিতেন, কাশীশ্বর অগ্রে থাকিয়া তখন লোকভীড় বারণ করিতেন।

শ্রীপাদ পুরীশ্বরের ভক্ত-প্রেরণ-উপলক্ষে চরিতামৃত বলেন,—

"স্নেহলেশাপেক্ষামাত্র ঈশ্বরকৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥"

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী সম্বন্ধে

সাধারণের মত।

(১)

সুপ্রসিদ্ধ 'নিবেদন' পত্রিকায় 'বৈষ্ণবসমাজ'-শীর্ষক প্রবন্ধে সূক্ষ্মদর্শী শ্রীজনার্দ্দন শর্ম্মা লিখিয়াছেন,——

যে গোস্বামিসন্তানগণ বৈষ্ণবসমাজে এতাবৎ পরিচয় দিতেছেন, মহাপ্রভুর বৈষ্ণবসমাজ রক্ষা করিবার জন্যই যাহাদের উদ্দেশ্য দেখা যায়, যাঁহারা বৈষ্ণবসমাজের শিক্ষাদাতা ও গুরুর কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তিকেও ছাটিয়া বাদ দিতে ইহাদের একটা আন্তরিক যত্ন দেখা যায়। গুরু থাকিতে মোড়লী চলিবে কেন? তাঁহারা বর্ত্তমান থাকিতে তোমরা চাঁই হইয়া উঠিতে পারিতেছনা, বড় বিঘ্ন, সব একাকার করিতে পারিলেই, যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হও, সব এক-ক্ষুরে মাথা মুড়াইবার জন্য ভারি ব্যস্ত। বৈষ্ণব হইলে আর জাতি থাকে না, এ ধুয়া ধরিয়া কি লোকটা না হাসাইয়াছ!

"বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" একথা তাঁহাদের হৃদয়শূল, তায় আবার প্রভুবংশ অসহ, অসহ; আর উচু নীচু রাখা হইবে না, সব একসা করিয়া দাও—তবেই অন্তরের জ্বালা জুড়াইবে! তোমাদের মধ্যে একদলের এই হৃদয়ের আগ্নেয়গিরির প্রথম স্ফুরণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুরুদেব শ্রীল ঈশ্বরপুরীর উপর পড়িয়াছে। ঈশ্বরপুরীকে শূদ্র করিয়া তুলিবার জন্য কি ব্যর্থ প্রয়াস!

কেন, শূদ্র হইলেই কি তাঁহার মান্য বাড়িবে? তাঁহারা কি জানেন না, যে গিরি, পুরী, ভারতী, সরস্বতী অরণ্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি হইতেই পারে না! এ কথাটা যদি তাঁহাদের না জানা ছিল, কাশীতে গিয়া দশনামী-সন্নাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিলেই হইত। এরূপ ভাবে ঈশ্বরপুরী শূদ্র ছিলেন, প্রচার করায়, তাঁহারা লোকতঃ-ধর্ম্মতঃ পাপভাগী হইয়াছেন।

একটা বড় আশ্চর্য্য এই, যে মহাপ্রভুকে জগদীশ্বর বলিয়া জগতের নিকট প্রচার করিতেছ, তাঁহার শ্রীগুরু-সম্বন্ধে একটা অযথা কথা রটনা করিতে কি রসনা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না! কুমারহট্টে ঈশ্বরপুরীর পূর্ব্বাশ্রম ছিল, এখনও তথায় পুরী-গোস্বামীর দূর-জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় দেন, এমনত ব্রাহ্মণ আছেন। তোমাদের ওদলের একজন লিখিলেন "ঈশ্বরপুরী শূদ্র কি ব্রাহ্মণ তাহার কোন বিনিগমনা (একতরপক্ষপাতিনী যুক্তি) না থাকায়, শূদ্রাধম পাঠ দেখিয়া, তাঁহাকে শূদ্রকুলোৎপন্ন বলা যাইতে পারে। শূদ্রকুলে জন্মিয়া তিনি তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই যতি অর্থাৎ বৈদিক-সন্ন্যাসী হইতে পারিয়াছিলেন ইত্যাদি।"

কেমন যুক্তি! সরল অল্পবুদ্ধি অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে ধাঁধায় ফেলিবার কেমন সুন্দর কৌশল!

বলি, পুরীগোস্বামী সন্ন্যাসী হইবার আগে তপস্যা করিলেন, না পরে করিলেন? ব্রাহ্মণ ভিন্ন ত সন্ন্যাসী হয় না, তবে পুরীগোসাই আগে তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণ হইলেন, তার পর সন্ন্যাসী হইলেন! ভাল, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তোমরা

পুনরায় ঈশ্বরপুরীকে শূদ্র ছিলেন বলিয়া প্রচার করিতেছ কেন, তিনি ত ব্রাহ্মণ হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন! এ সম্বন্ধে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। ৮ই বৈশাখ। ১৩০৮ সাল।

(২)

সুপ্রসিদ্ধ 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় -'জয়কৃষ্ণচরিত' প্রভৃতির গ্রন্থকার সুলেখক **শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত** মহাশয় লিখিয়াছেন,——

যে গ্রন্থে ও যে মহাপুরুষের নিকট ঈশ্বরপুরীর জাতীয়ত্বের কথা অবগত হইয়াছি, সে গ্রন্থ আমার নিকট এখন নাই, এবং সেই মহাপুরুষও দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার নিকট আমি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত যখন অধ্যয়ন করি, তখন, ঈশ্বরপুরী কোন্ জাতীয় ছিলেন—একথা জিজ্ঞাসায়, উত্তর পাইয়াছিলাম—"তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন।"

ঈশ্বরপুরী যে সন্ন্যাসী ছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-পাঠেই অবগত হওয়া যায়,—

"যাইতে দেখিলা পথে সন্ন্যাসিপ্রবর।
মহা ভাগ্যবন্ত নাম পুরী যে ঈশ্বর॥"

"পুরী"—জাতীয় উপাধি নহে, দশনামী মোহন্তগণের উপাধিবিশেষ। গিরি, পুরী, ভারতী, প্রভৃতি দশটী উপাধি সন্ন্যাসীদিগেরই একচেটিয়া। তারকেশ্বরতীর্থের অধ্যক্ষদিগের উপাধি—গিরি, ভোটবাগানের মোহন্তগণও —গিরি; তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী চাঁদুর সন্তোষপুরে যে দুইটী মঠ আছে, তাহাদের একটীর অধ্যক্ষ ৺ রাজেন্দ্র পুরীকে আমি জানিতাম; অন্যতর মঠের অধ্যক্ষ ৺ মহেশ ভারতীকেও

আমি জানিতাম। তাঁহাদের কুলাচার এই যে, ব্রাহ্মণ-সন্তান উপবীত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই, তাঁহাদের গদিতে মোহন্ত হইয়া, উক্তরূপ উপাধি লইয়া, বসিতে পাইবেন।

তারকেশ্বরে অদ্যাপি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত গিরি-পুরী হইতে পারে না। বাস্তবিক দেখাও যাইতেছে, ব্রাহ্মণেতর অন্যজাতীয় লোক দণ্ডাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন না। এইজন্যই, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন যখন দণ্ডাশ্রম-গ্রহণে দণ্ডী হইবার চেষ্টা করেন, তখন কাশীর দণ্ডিসমাজ তাহাতে সম্মতি দিতে পারেন নাই। কৃষ্ণপ্রসন্ন সর্ব্বসম্মত দণ্ডী নহেন। পরিশেষে, এক বৈষ্ণব দণ্ডী তাঁহাকে দণ্ডগ্রহণ করাইয়াছিলেন। আজি-কালি ঊনবিংশ-শতাব্দিতে সকলই চলিয়া যাইতেছে বলিয়া, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেবের আমলেও যে ব্রাহ্মণেতর ঈশ্বর 'পুরী' উপাধিধারী সন্ন্যাসী হইতে পারিয়াছিলেন,--এ কথা বিশ্বাসের পথে আদৌ আনিতে পারা যায় না। ঈশ্বরপুরীর পুরীত্ব যদি শ্রীচৈতন্যদেবের পরে হইত, তাহা হইলেও একদিন মনে করিতে পারা যাইত যে,—তিনি শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়স্থ ব্রাহ্মণেতর সন্ন্যাসী 'পুরী' হইয়াছেন। কিন্তু তাহা নহে; মহাপ্রভু যখন গয়া-তীর্থে গমন করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই ঈশ্বরপুরী 'পুরী' ছিলেন। ৭ই ভাদ্র। সন ১৩০৬ সাল।

(৩)

সুপ্রসিদ্ধ অনুসন্ধান-পত্রিকায় "গৌরাঙ্গ-ধর্ম্মে গুরুতত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে এইরূপ একটি প্রতিবাদ ও প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হইয়াছে,—

হিন্দুর নিকট—শাস্ত্রজ্ঞানী মহাজনের নিকট, 'গুরুতত্ত্ব' চিরদিন মীমাংসিত রহিলেও, 'অনুসন্ধানে' প্রকাশিত 'গৌরাঙ্গ-ধর্ম্মে গুরুতত্ত্ব' প্রসঙ্গ লইয়া, একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত অনেকেরই মুখে আজকাল ঐ বিষয়ের প্রসঙ্গ চলিয়াছে, অন্যান্য সম্প্রদায়ও তাহাতে আগ্রহের সহিত যোগদান করিয়াছেন। উচ্ছৃঙ্খল সমাজের পাণ্ডুগ্রস্ত চক্ষুর সমক্ষে, সত্যের শুভ্র উজ্জ্বল পদার্থও—স্বতঃই হরিদ্রাবর্ণ প্রতিভাত হয়; তথাপি, সত্য —চিরদিনই সত্য। সেই সত্যেরই পূর্ণপরিস্ফুটন-কামনায়, পুনরায়, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গুরুতত্ত্ব আলোচিত হইতেছে।

বাদ-প্রতিবাদেও সত্য পরিস্ফুট হয়। বিশেষতঃ বঙ্গসাহিত্যের প্রবীণ লেখক, বৈষ্ণবশাস্ত্রের পারদর্শী পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্রের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি, যখন প্রতিবাদকের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর সুমীমাংসায় সন্দেহ নাই। আমরা, প্রথমে তাঁহার প্রতিবাদ-পত্র ও তন্নিম্নে প্রতিবাদের উত্তর প্রকাশ করিতেছি। ভরসা করি, সত্য-তত্ত্ব ইহাতেই অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইবে।

প্রতিবাদ-পত্র।

বিগত ২১এ আষাঢ়ের সাপ্তাহিক 'অনুসন্ধানে' কোন লেখক গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লেখক "বৈষ্ণবশাস্ত্রাদির অভিপ্রায়" মতে "গুরুকে" প্রধানতঃ শ্রবণ-গুরু, দীক্ষা-গুরু ও ভজন-গুরু এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, তাঁহাদিগের লক্ষণ দিয়াছেন। প্রবন্ধলেখকের শ্রেণীবিভাগ, কোন্ প্রামা-

ণিক বৈষ্ণবগ্রন্থমতে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা উচিত ছিল। প্রবন্ধের চরমভাগে যে তিনি লিখিয়াছেন—"এ কথা, শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের অনুশাসন-গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।" উহার অর্থ কি, আমি ত বুঝিতে পারিলাম না! আমার যেন বোধ হয়, ঐরূপ লেখাতে আমার ন্যায় অনেক মূর্খ বৈষ্ণবকে তিনি ধাঁধায় ফেলিয়াছেন। যদি হরিভক্তিবিলাসে তাঁহার লিখিত শ্রেণীবিভাগ থাকে, তবে "প্রভৃতির" প্রয়োজন কি? যদি উক্ত গ্রন্থ ও অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থে উহা থাকে, তবে স্পষ্ট করিয়া তৎগ্রন্থের নামোল্লেখ উচিত ছিল। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির যতটুকু জানা আছে, 'তাহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মমতে 'গুরুর'-গুরু, পরম-গুরু ও পরমেষ্ঠ-গুরু (?) এই বিভাগত্রয় ও তাহার বর্ণনা আছে। অপর এক প্রকার বিভাগে গুরু দ্বিবিধ বলিয়া বর্ণিত আছে; যথা—দীক্ষা-গুরু ও শিক্ষা-গুরু। মদুল্লেখিত বিভাগ-সম্বন্ধে কোন গ্রন্থের উল্লেখ অনাবশ্যক; কারণ, উহা বহু গ্রন্থে আছে, এবং বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী প্রায় ব্যক্তি মাত্রেই জানেন; ভরসা করি, বৈষ্ণবশাস্ত্রজ্ঞ প্রবন্ধ-লেখকও জানেন। প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক বলেন—"আজকাল যে শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদানের হুজুক উঠিয়াছে, উহা মহাপাতক; মুখে আনিলেও পাপ হয়।" এই বাক্যটী পাঠ করিয়া যেন বোধ হয়, প্রবন্ধলেখক 'বঙ্গবাসীর' দলস্থ লোক এবং 'অমৃতবাজারের' দলের বিদ্বেষী; এবং আরও বোধ হয় যে, যে কলিকাতার লোক জানে না যে—'ধান্য' লতায়, না বৃক্ষে জন্মে, লেখকও সেই কলিকাতাবাসী। তা, যে স্থলে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর মত বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, অগাধশাস্ত্রজ্ঞ মহান্ ব্যক্তি বৈষ্ণব-

সন্ন্যাসের বিদ্যমানতার খবর পর্য্যন্ত রাখেন না; * এবং ব্রাহ্মণেতর জাতীয় গুরুবংশীয়দিগের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি শিষ্যের দীক্ষা সম্পাদন হয়, বঙ্গদেশে অনেক গুরু-বংশ এখনও বর্ত্তমান আছেন—এ কথা জানেন না; সে স্থলে প্রবন্ধ-লেখকের ভ্রমে পতিত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রজীব হইয়াও, গোস্বামী প্রভুকে, বৈষ্ণবধর্ম্মে সম্পূর্ণ অনধিকারী 'বঙ্গবাসীর' দলকে, এবং "মহাপাতক" ভয়ে ভীত ধার্ম্মিক প্রবন্ধ-লেখককে বিনীতভাবে জানাইতেছি,—"শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদানের কথা" হুজুক নহে; শিশিরবাবুর বেয়াদপি বা গোস্তাকি নহে; প্রামাণিক সত্য—অবিসংবাদিত সত্য—পুরুষপরম্পরা-প্রচলিত বহুকালের সত্য। সত্য মিথ্যা, নিম্নলিখিত বৃত্তান্তগুলি পাঠ করিয়া, 'অনুসন্ধানের' পাঠকগণই মীমাংসা করিবেন।

১মতঃ। ঢাকা-জেলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ-থানার অধীন মাহাম্মদপুর-ষ্টীমার-ষ্টেসনের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে প্রসিদ্ধ কুসুমহাটী গ্রাম। ঐ গ্রামের শূদ্রবংশীয় অধিকারী মহাশয়েরা, পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণকে ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া আসিয়াছেন। ঐ বংশের অস্তিত্ব এখনও আছে কি না, আমি ৩।৪ বৎসরের কথা অবগত নহি।

২য়তঃ। উক্ত ঢাকা-জেলার মাণিকগঞ্জ-উপবিভাগের মধ্যে খাবাসপুর বলিয়া একটী বৃহৎ গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের ঘোষ-

* রাখেন, কি না রাখেন, তাহা তাঁহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাখ্যা ও বক্তব্যে ৭৯।২।২০ অংশের ব্যাখ্যা এবং ১৩০৩ সালের ১৬ই ভাদ্র তারিখের হিতবাদী-পত্রিকায় প্রকাশিত—তাঁহার লিখিত 'কলিযুগে সন্ন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।—প্রকাশক।

(কায়স্থ কুলীন) বংশ, ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণকে বহুকাল হইতে শিষ্য করিয়া আসিতেছেন। ঐ বংশের ৺ রাজনাথ ঘোষ, আমার এক আত্মীয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহারও ব্রাহ্মণ মন্ত্রশিষ্য ছিল। ইনি আপন বিধবা পত্নী শ্রীমতী বগলাসুন্দরীকে ও অনুমান চতুর্দ্দশ-বৎসর-বয়স্ক অক্ষয়কুমার ঘোষ পুত্রকে রাখিয়া, আজ সাত কি আট বৎসর পরলোক গমন করিয়াছেন। ৫।৬ মাস হইল, বগলাসুন্দরী আমার গৃহে আসিয়াছিল; সে বলিল,— "আমি স্ত্রীলোক ও আমার পুত্র নাবালক বলিয়া, ব্রাহ্মণ শিষ্যেরা অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; কায়স্থ নবশাখগণ ও শৌণ্ডিক, নরসুন্দর, ধীবর প্রভৃতি ইতর হিন্দুগণ, আমাকে ব্রাহ্মণ-পত্নীর অপেক্ষা অধিক মান্য করে এবং আমার উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত গ্রহণ করে।"

৩য়তঃ। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আজ ৪।৫ দিন হইল আমাকে বলিয়াছেন, যে বংশে তাঁহার জন্ম, সে বংশীয় লোকেরা অর্থাৎ নবদ্বীপবাবুর পিতা-পিতামহগণ, ব্রাহ্মণাদিজাতির দীক্ষাগুরু ছিলেন। নবদ্বীপবাবুর নিবাস ছিল ময়মনসিংহজিলায়।

৪র্থতঃ। প্রসিদ্ধ হোমিওপেথিক-ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশিখর কালীর বাসস্থান ঢাকা-জিলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে। উক্ত ধামরাই গ্রামের নিকট সামড়া গ্রাম। ঐ গ্রামে এক সর্ব্বজন-পূজিত বিখ্যাত শূদ্র গোস্বামী-বংশ বাস করেন; তাঁহারা সানড়ার গোসাঞী নামে প্রসিদ্ধ। নবদ্বীপবাবু বলেন, তিনি ঐ গোস্বামীদের গৃহে গিয়াছেন, এবং অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন, উক্ত গোস্বামীদিগের এখনও ব্রাহ্মণ মন্ত্রশিষ্য আছে।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক যে বৈদিকসন্ন্যাসের দোহাই দিয়া ব্রাহ্মণেতরজাতির গুরু হওয়াকে দূষিতেছেন; সে বৈদিকসন্ন্যাস যে কলিকালে রহিত হইয়াছে, তাহা কি তাঁহারা জানেন না? এবং বর্ত্তমান গুরুত্ব-ব্যবসায় যে, তান্ত্রিক-বিধির উপর স্থাপিত, তাহাও কি তাঁহারা অবগত নহেন? যে মন্ত্রবীজ কর্ণে প্রদান দ্বারা দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা কি তন্ত্রসম্মত নহে?

"অবধূতাশ্রমং দেবি কলৌ সন্ন্যাসমুচ্যতে"

এই যে তান্ত্রিক বচন, ইহাতে সর্ব্ববর্ণের গুরু হওয়ার বিধি কি পাওয়া গেল না? এই শিববাক্য কি আধুনিক হুজুক? না, শিশিরবাবুর ছাপাখানায় গঠিত? প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীই বলুন, আর যেই বলুন, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী যে শূদ্র, এ কথা অমিয়নিমাইচরিতকারের মনঃকল্পিত নহে, বা হুজুক নহে। বৈষ্ণব গুরু বৈদিক গুরু হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। সংপ্রতি যে শাক্ত ও বৈষ্ণব গুরু বঙ্গদেশে দেখা যায়, ইঁহারা উভয়েই তান্ত্রিক-গুরু; এবং উভয়ই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মে জাতিবিচার অবশ্যই আছে, এবং মহাপ্রভুও তাহা মান্য করিয়া চলিয়াছেন—অন্ততঃ লোকশিক্ষার জন্য। কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে অপর হিন্দুসম্প্রদায়ের উপর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের যেরূপ অবিচলিত প্রভাব, বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীর উপর তদ্রূপ নহে। যাঁহারা পরমভগবৎভক্ত, যাঁহারা চরিত্রগুণে নমস্য, যাঁহারা সাধক ও সাধনাবলে অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন, এরূপ মহাত্মারা—যে জাতি-

সম্ভূত হউন না কেন, তাঁহাদিগের নিকট মন্ত্রগ্রহণে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বাধা নাই। বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র।

* * * *

শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের পত্রখানি, উপরেই প্রকাশিত হইল। পত্রখানি, তাঁহার সরল অনুসন্ধানের নিদর্শন হইলেও, আমাদের বিশ্বাস হয়, তাঁহার ন্যায় পরমবৈষ্ণব ব্যক্তির এতাদৃশী প্রশ্নাবলী—অধিকতর প্রস্ফুটরূপে সত্যপ্রকাশ-কল্পনায়ই, কৌশলের সহিত, প্রতিপক্ষভাবে লিখিত হইয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল সমাজের তীক্ষ্ণ যুক্তি-জাল বিস্তার করিয়াই তাঁহাদিগকে প্রকৃত সত্যতত্ত্ব বুঝান—তাঁহার উদ্দেশ্য কি না, জানি না; তবে এ ক্ষেত্রে তিনি, "এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছেন।" প্রথমতঃ—শ্রীযুক্ত শিশিরবাবুপ্রমুখ গৌরাঙ্গসমাজের দলকে দেখাইয়াছেন—তাঁহাদের পক্ষ-সমর্থনে কতদূর সুতীক্ষ্ণ-যুক্তি-তর্ক অবলম্বিত হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ—শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতেরাই বা, সেই সকল তর্ক, তন্ন-তন্নরূপে কিরূপ উচ্ছেদ করিতে পারেন। যেরূপ উদ্দেশ্যই হউক, তাঁহার প্রতিবাদের উত্তরগুলিও নিম্নে প্রকটিত হইল।

প্রতিবাদের উত্তর।

ভদ্র মহাশয়ের প্রতিবাদ-পত্রের প্রথমাংশের অভিপ্রায় এই যে, 'শ্রবণ-গুরু, দীক্ষা-গুরু ও ভজনশিক্ষা-গুরু, এই ত্রিবিধ গুরু-পর্য্যায়, বৈষ্ণব-শাস্ত্র-বিহিত নহে; অন্ততঃ কোন্ গ্রন্থে এইরূপ পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার প্রমাণ তিনি জানিতে চাহেন।

এ বিষয়ে আমরা আর নূতন প্রমাণ কি দিব? নিম্নলিখিত

প্রভুপাদ ও পণ্ডিতগণই, বহুপূর্ব্বে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন :-

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত—মদনগোপাল গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী, (ইনিই আবার 'বিষ্ণুপ্রিয়ার' সম্পাদক।), অদ্বৈতচাঁদ গোস্বামী, শান্তিপুর, উপেন্দ্রমোহন গোস্বামী, খড়দহ, নীলমণি গোস্বামী, বৃন্দাবন, মদনগোপাল গোস্বামী, বিষ্ণুচন্দ্র গোস্বামী, মাড়, বেণীমাধব গোস্বামী, বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, মালিপাড়া, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, নবদ্বীপ, (কৃষ্ণনগর রাজবাটীর সভাপণ্ডিত), আনন্দগোপাল গোস্বামী, অম্বিকা, বিপিনবিহারী গোস্বামী, বাঘনাপাড়া, ইত্যাদি।

এই সকল শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সহায়তায় সম্পাদিত, 'পল্লীবাসী'-সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থের প্রথমেই দেখুন,—

"মনুষ্য যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন পশু হইতে কিছুই প্রভেদ থাকে না ; পরে সদুপদেশ দ্বারা ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত মনুষ্যত্ব লাভ করে ; সেই উপদেষ্টা গুরু। শ্রবণ-গুরু, দীক্ষা-গুরু এবং ভজনশিক্ষাগুরু ভেদে গুরু ত্রিবিধ। যদ্যপি গুরু একই পদার্থ, তথাপি কার্য্যভেদে তাঁহারই তিন নাম। প্রথমতঃ যাঁহার নিকট ভগবন্মহিমা শ্রবণ করিয়া ভগবদ্ভজনে অভিলাষ হয়, তাঁহাকে শ্রবণগুরু বলে। ঐ শ্রবণগুরুর যদি দীক্ষাপ্রদানে 'শাস্ত্রানুসারে' যোগ্যতা থাকে, তাঁহারই নিকট দীক্ষিত হইবে, অর্থাৎ যদি ঐ শ্রবণগুরু ব্রাহ্মণ হয়েন, তবে তাঁহারই নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবে। যেহেতু যোগ্য ব্রাহ্মণ পাইলে ক্ষত্রিয়াদির নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবে না, এবং উত্তমবর্ণ, হীনবর্ণের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবে

না। "কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সে-ই গুরু হয় ॥" এ কথা, শ্রবণগুরু সম্বন্ধে বলিয়াছেন। হরিভক্তিবিলাসে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। অতএব শ্রবণ-গুরুর যোগ্যতা না থাকিলে সুতরাং অন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে। দীক্ষাপ্রদান মাত্রই দীক্ষাগুরুর কার্য্য। যদি দীক্ষা-গুরু অপ্রকট হয়েন, তবে অগত্যা অন্যের নিকট ভজনশিক্ষা করিতে হইবে। যিনি ভজনশিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহাকেই শিক্ষাগুরু বলে। ইহাই রসামৃতসিন্ধুকার বলিাছেন, "গুরুপাদা-শ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণমিতি।" প্রথম গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তত্ত্বকথা শ্রবণ করিবে। তদনন্তর তাঁহারই নিকট দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করিবে। ইহার বিশেষ বিবরণ ভক্তিসন্দর্ভেও আছে।"—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ; ১ম ও ২য় পৃষ্ঠা।

দেশের সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, 'অনুসন্ধানের' দীন লেখক, তাহার প্রতিধ্বনি মাত্র প্রকাশ করিয়া, সুপণ্ডিত সূক্ষ্মদর্শী জগদ্বন্ধুবাবুকে কেন, বোধ হয়, কাহাকেও "বিষম ধাঁধায়" ফেলেন নাই! সত্য—চিরদিনই সত্য ; এর আর 'ধাঁধা' কি ? হরিভক্তিবিলাস "প্রভৃতির" নাম করার প্রয়োজনও, এক উদ্ধৃতাংশেই সপ্রমাণ হইল না কি ?

শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদানের আকাঙ্ক্ষা—মহাপাতক ; উহা, মুখে আনিলেও পাপ হয়। এ কথা, পূর্ব্বেও বলিয়াছি ; ভদ্র মহাশয়ের প্রতিবাদ-পত্রের পর, আরও উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি। মন্বাদিশাস্ত্রপরম্পরার যে মত—বহুপূর্ব্বে 'অনুসন্ধানেই' প্রকাশিত হইয়াছে ; অন্য বৈষ্ণবদিগের পরম-মান্য 'হরিভক্তিবিলাসের' মতও এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ; দেখুন—বৈষ্ণবশাস্ত্রই বা কি বলেন,—

"শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদসম্বাদে।—

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষনুগ্রহং ॥
তদভাবাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ! শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ।
ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়াপরঃ ॥
সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেঽভিষেচিতঃ।
ক্ষত্র-বিট্-শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ ॥
ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি।
বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ ॥
সজাতীয়েন শূদ্রেন তাদৃশেন মহামতে।
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা ॥৩৬॥

কিঞ্চ।—

বর্ণোত্তমেঽথ চ গুরৌ সতি বা বিশ্রুতেঽপি চ।
স্বদেশতোঽথ বান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা ॥৩৭॥
বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ং।
তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ।
ক্ষত্র-বিট্-শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ ॥৩৮॥"

"শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ," ১ম বিলাসঃ।

উহার বঙ্গানুবাদ।—"নারদপঞ্চরাত্রে ভগবন্নারদসম্বাদেও কথিত আছে যে, সর্ব্বকালজ্ঞ (পঞ্চরাত্রবিধানোক্ত পঞ্চকালবিৎ) ব্রাহ্মণ যাবতীয় বর্ণের প্রতিই (মন্ত্রদানাদিরূপ) অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। হে দ্বিজসত্তম! তদভাবে শান্তাত্মা, ভগবন্ময়, ভাবিতাত্মা, (বিশুদ্ধচিত্ত) সর্ব্বপ্রকার দীক্ষাবিধানবিৎ, শাস্ত্রবেত্তা, সৎক্রিয়াপরায়ণ, সিদ্ধিত্রয়সমন্বিত (পুরশ্চরণাদির দ্বারা মন্ত্রসাধন গুরুসাধন ও দেবসাধন) ক্ষত্রিয়কে আচার্য্যত্বে অভিষিক্ত

করিবেন। ক্ষত্রিয় গুরু হইলে তিনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতির প্রতি অনুগ্রহ করিতে অর্থাৎ মন্ত্রপ্রদানে সমর্থ হইয়া থাকেন। যদি ক্ষত্রিয়ের অভাব হয়, তাহা হইলে সেইরূপ গুণসম্পন্ন বৈশ্য, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতিদ্বয়ের প্রতি নিত্য অনুগ্রহ করিবেন। হে মহামতে! ঐরূপ গুণশালী শূদ্রও স্বজাতীয় শূদ্রের প্রতি মন্ত্রদানাদিরূপ অনুগ্রহ ও অভিষেক করিতে পারেন।৩৬। আরও লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকথিত গুণসম্পন্ন বর্ণশ্রেষ্ঠ গুরু, স্বদেশে কি অন্যদেশে বর্ত্তমান থাকিতে কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হীনবর্ণ ব্যক্তি মন্ত্রদানাদিরূপ অনুগ্রহাদি করিবে না।৩৭। বর্ণশ্রেষ্ঠ বর্ত্তমানে যিনি যথাতথা উহার বিপরীতাচরণ করেন, তাঁহার ঐহিক ও পারমার্থিক উভয় প্রকার অর্থের হানি হয়। অতএব শাস্ত্রোক্ত বিধির প্রতিপালন করাই বিধেয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা প্রতিলোমানুসারে দীক্ষাপ্রদান করিবে না অর্থাৎ নিকৃষ্ট বর্ণ হইয়া উত্তম বর্ণকে দীক্ষিত করিতে নাই।৩৮।" কলিকাতা—'কালিকা প্রেস' হইতে শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ", প্রথম সংস্করণ, ১০ম ও ১১ পৃষ্ঠা দেখুন।

কেবল মন্ত্র দেওয়ার কথা কি?—হরিভক্তিবিলাসে আরও আছে,—

"বর্ণাশ্রমক্রিয়াতীতান্ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।"

হরিভক্তিবিলাস, ১১শ বিলাস, ৪৩২ শ্লোক।

অর্থাৎ—বর্ণোচিত এবং আশ্রমোচিত ক্রিয়াশূন্য ব্যক্তিদিগকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে।

ইহার উপর কি আর কথা আছে? বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যাহারা না

মানে,—দূর হইতে তাহাদের পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ তাহারা বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরই বহির্ভূত; ইহারও উপর কি আর কথা আছে ?

তবে যদি কোথাও দেখেন—"শূদ্র হইয়াও ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদান করে"; নিশ্চয়ই তাহা 'বেয়াদপি', নিশ্চয়ই তাহা 'গোস্তাকি', নিশ্চয়ই তাহা 'অপ্রামাণিক', নিশ্চয়ই তাহা অবিসংবাদিত 'অসত্য।' সে কথার আর, অধিক উত্তর কি দিব ? সে উত্তর, 'অনুসন্ধানেই' অনেকবার প্রকাশিত হইয়াছে। সে উত্তর, একটু রূঢ় হইলেও, সত্যের অনুরোধে, পুনরুল্লেখ করিতে হয়,—"অনেক কুলাঙ্গার, খৃষ্টান মুসলমান হইয়াও তো কুলত্যাগ করিতেছে; দু'দশটা, অকালে কালগ্রাসেও তো পতিত হয়!" অগত্যা এই মনে করিয়াই, এ বিষয়ে মনকে প্রবোধ দিতে হয়! তার পর, যদি কোন ব্রাহ্মণ, শূদ্রের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি কি উচ্চ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য ? কখনই না।

'মহানির্ব্বাণতন্ত্রের' যে শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া দীক্ষা-কার্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা অবান্তর কথা। জিজ্ঞাসা করি—তন্ত্রশাস্ত্রের মতেই কি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম চলিয়া থাকে ? মহা-নির্ব্বাণতন্ত্র কি, বৈষ্ণবগণের প্রামাণিক গ্রন্থ ? বৈষ্ণবেরা কি মহানির্ব্বাণতন্ত্রকেই আপনাদের অনুশাসন-শাস্ত্র বলিয়া মান্য করিয়া আসিতেছেন ? না, আপাততঃ কার্য্যোদ্ধারের জন্য উহারই আশ্রয় লওয়া হইতেছে ? 'মহানির্ব্বাণতন্ত্রের' এ শ্লোকসম্বন্ধেও নানা মত আছে। সে সব কথার স্থান, এখানে নহে। উহা বৈষ্ণবদিগের শাস্ত্র নহে—উহার মত-ক্রমে বৈষ্ণবসমাজ কখনও পরিচালিত হয় না—এই উত্তরই, এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলিয়া মনে করি।

"বৈষ্ণব গুরু বৈদিক গুরু হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ।"—ইহাতে যেন বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে বৈদিক-ধর্ম্ম হইতে পৃথক্-রূপে গণ্য করা হইয়াছে। এ বড় অদ্ভুত কথা! শাস্ত্রে আছে,—

"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মঃ হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।"

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কি, বেদ-বহির্ভূত? কখনই না। বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সারভূত "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থেও স্পষ্টতঃ প্রকাশ,

"বেদ না মানিয়ে বৌদ্ধ হয় সে নাস্তিক।"

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক স্থলে, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বেদের মহিমা স্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, কোনমতেই অবৈদিক ধর্ম্ম হইতে পারে না।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী যে ব্রাহ্মণ ছিলেন—প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, বিশেষরূপে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি যে শূদ্র ছিলেন—ভদ্র মহাশয় তাহার কোন প্রমাণ দিতে পারেন কি?

উপসংহারে ভদ্র মহাশয় যে লিখিয়াছেন,—"বৈষ্ণবধর্ম্মে জাতি-বিচার অবশ্যই আছে, এবং মহাপ্রভুও তাহা মান্য করিয়া চলিয়াছেন—অন্ততঃ লোকশিক্ষার জন্য।"—এ তাঁর অতি উচ্চ কথা। "শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ" প্রসঙ্গেও আজি প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে, ভদ্র মহাশয়, শ্রীচৈতন্যের জাতি-বিচারের প্রমাণ দিয়াছিলেন। সে কথাও, আমরা সহস্রবার স্বীকার করি। আর এই জন্যই বলিতেছিলাম—এ ক্ষেত্রে, অতি সুকৌশলে, সার-সত্যের প্রচারেই তিনি সহায়তা করিয়াছেন। ভদ্র মহাশয়ের জয় হউক। ১১ই শ্রাবণ, ১৩০৬ সাল।

সম্পূর্ণ।

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও ব্যাখ্যাতা

শ্রীল শ্রীপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-প্রভু-সম্পাদিত।

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস-বিরচিত উক্ত মহাগ্রন্থ আড়াইশত-বৎসরেরও প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথি মিলাইয়া বিবিধ পাঠান্তর, সংস্কৃত শ্লোকের স্থানপরিচয়, টীকা, বঙ্গানুবাদ ও সূচী, পদ্যাংশের ভাবব্যাখ্যা, প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দসমূহের অকারাদি-বর্ণমালানুসারে সুসজ্জিত অভিধান, গ্রন্থোল্লিখিত দেশ-সমূহের পরিচয় এবং বর্ণমালাক্রমে সজ্জিত সূচী, মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দ ও তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিবৃন্দের নামেরও ঐরূপ সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী প্রভৃতির সহিত উত্তম কাগজে, নূতন বড় বড় অক্ষরে, নির্ভুলরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত ক্রয় করিতে হইলে, এই সংস্করণ না দেখিয়া, যেন কেহ ক্রয় না করেন, ইহাই অনুরোধ। মূল্য সুলভ সংস্করণ দুই টাকা, রাজ-সং (মোটা-কাগজে) ৩৲ তিন টাকা, ঐ উত্তম বাধাই ৩।৷৹ সাড়ে তিন টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত সম্বন্ধে মনীষিগণের মত—

"শ্রীপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সপরিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-সম্পাদনে বিব্রত। তাঁহার এই ভাগবত অসীম অধ্যবসায় ও অগাধ পরিশ্রমের ফল। গোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ-সম্ভূত; সুতরাং চৈতন্যভাগবত-প্রচারের সম্পূর্ণ অধিকারী। তাহার পর প্রাচীন বাঙ্গলায় ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, ভগবদ্দাসরসজ্ঞ ও রসিক, অধ্যবসায়শীল, এবং পরিশ্রমে অকাতর, তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থও হইয়াছে—বিশুদ্ধ ও

সুবোধ্য। এই চৈতন্যভাগবতে লিখিত যে কোন বিষয়ে তুমি যাহা কিছু জানিতে চাও, তুমি তাহাই পরিশিষ্টে পাইবে। বহুকাল হইতে বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচার হইতেছে ; কিন্তু এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ একখানিও দেখি নাই। এ সকল বড়ই আহ্লাদের কথা।"—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার। (নবজীবন-সম্পাদক)

"কি কাব্যামোদী, কি প্রচীন সাহিত্যসেবী, কি বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগী, যাঁহারা অদ্যাবধি এই মহাগ্রন্থ সংগ্রহ করেন নাই, আমরা তাঁহাদিগকে ইহার এক এক খণ্ড সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি।"—হিতবাদী।

"বাঙ্গালা-ভাষার কোন গ্রন্থে এরূপ বিশদ দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ইত্যাদিরূপ ব্যাখ্যা দেখি নাই।"—বঙ্গবাসী।

শ্রীলঘুভাগবতামৃত।

শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিত মূল, শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিত সুদুর্লভ টীকা, শান্তিপুর-নিবাসী শ্রীপাদ মদনগোপালগোস্বামিপ্রভুকৃত বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্যব্যাখ্যা, সম্পাদক-কৃত সুবিস্তৃত সূচীপত্র প্রভৃতি সমেত। সাধারণে সুপরিচিত শ্রীপাদ বলাইচাঁদ গোস্বামিপ্রভু এবং শ্রীপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভু পরমযত্নে নির্ভুলরূপে উক্ত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের সম্পাদন-প্রণালী দেখিয়া, সকল সমালোচকই সমস্বরে কহিয়াছেন যে, এই গ্রন্থের সম্পাদন-প্রণালী প্রশংসার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রকৃত তত্ত্ব, বিবিধ অবতারের বিশেষ পরিচয় এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্ম জানিতে হইলে, এই গ্রন্থই সর্ব্বাগ্রে পাঠ করিতে হয়। সুন্দর বাধাই ; মূল্য ২।০ নয় সিকা ; ভিঃ পিঃ মাঃ তিন আনা।

শ্রীমাণিকচাঁদ গোস্বামী, ৩৯।১নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।